বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

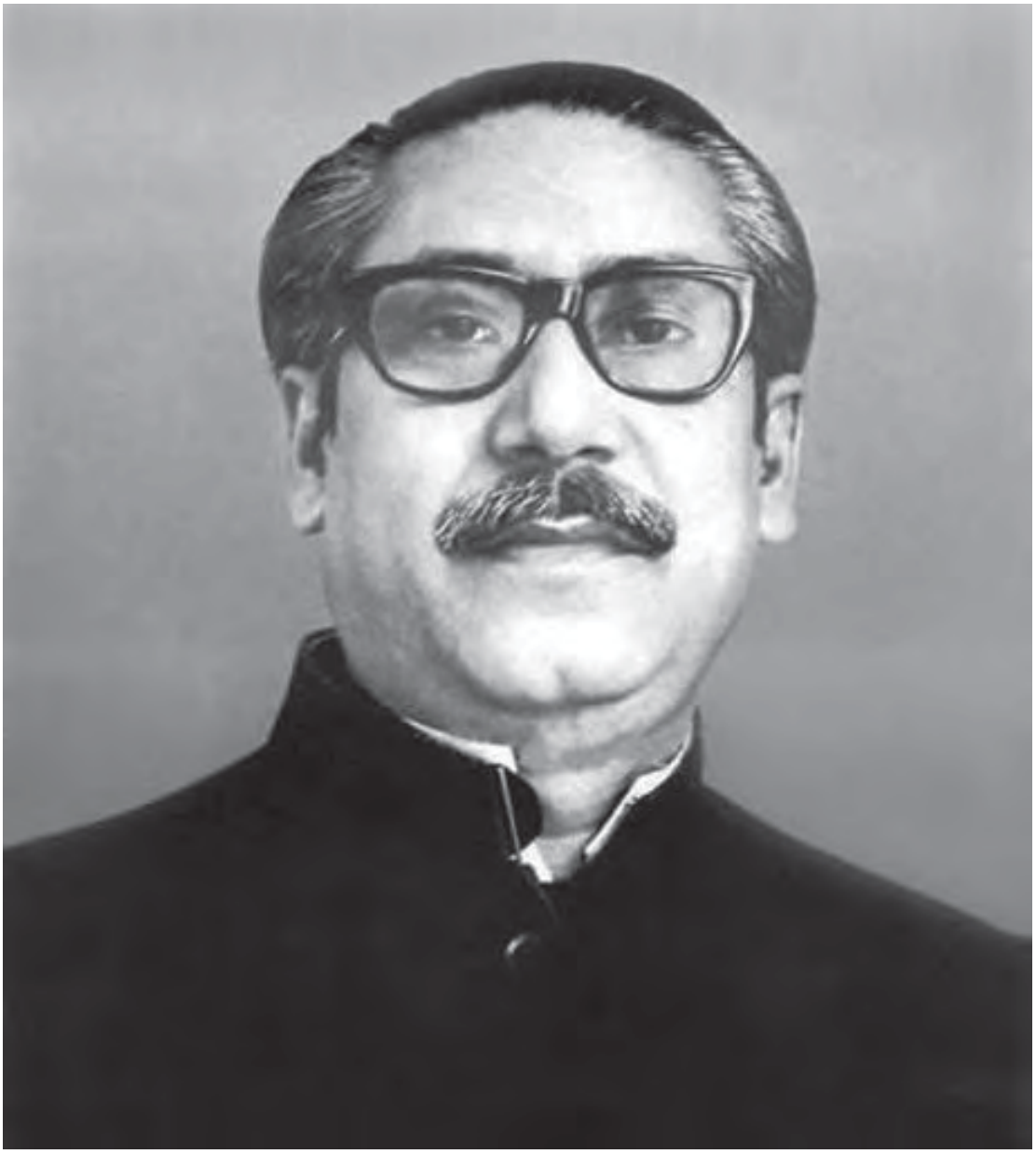

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘একটি সুশিক্ষিত, মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জিত হবে এবং প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে মানুষের জীবন।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর হলো মন্ত্রণালয়। সঠিক সময়ে যথাযথ বিধিবিধান ও আইন কানুন অনুসরণ করে কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে সরকার তার প্রতিশ্রুত কাজ সম্পাদন করে থাকে। আর এ উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের প্রতিবেদন "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২" প্রকাশ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন শিক্ষায় বিনিয়োগই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাঁর নির্দেশনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে আমাদেরকে দক্ষ ও জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষক্রম রূপরেখা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে আলোকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য প্রণীত শিখন-শেখানো সামগ্রীর (শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি) পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পাইলটিং কার্যক্রমের ফলাবর্তন অনুযায়ী শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রয়োজনীয় পরিমার্জন শেষে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে তা অনুসরণ করা হবে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন ২০৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০৬৩ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং এনটিআরসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ৩৪১৮৯ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং নারী পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণসহ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করা হয়েছে।

জ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশে তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থা সমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রমের সচিত্র 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২' প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ কমে আসলে আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সশরীরে উপস্থিতি ও চিন্তা-চেতনা-ভাবনা প্রকাশের মূলক্ষেত্র শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হই এবং করোনাকালীন ঘটে যাওয়া ক্ষতি কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছি। আমরা বিশ্বাস করি প্রথাগত পদ্ধতি ও গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য-নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা। ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বায়ন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে তৈরি হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং জনগণ এর সুফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম বড় অর্জন হলো জেন্ডার সমতা। বিশ্বের অনেক দেশ যখন শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জনে অনেক পিছিয়ে আছে তখন বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এই জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। ২০২১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার ছিল ৫৪.৬৭% এবং উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ) স্তরে ভর্তির হার ছিল ৫২.১৩% যা বাস্তবিক অর্থেই প্রশংসার দাবিদার এবং নারী শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন। বছরের প্রথম দিনে ১০ম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত বিনামূল্যে নতুন পাঠ্য বই বিতরণেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল।

'বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ', 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে এবং তারা বহুজাতিক বিভিন্ন বৈশ্বিক অলিম্পিয়াডে মেধাক্রম অর্জন করে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে।

বাঙ্গালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতার পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে সদা সচেষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ হাতে গড়ে তোলা আমাদের এ সরকার শিক্ষা ও প্রায়োগিক প্রযুক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সফলতার যে প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন নিরন্তর তা বলবৎ থাকবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জনের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। তাই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানের 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'র প্রথমেই শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্ত, সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের অবস্থানকে সমুন্নত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন ও সক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নিরন্তর শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মো: আবু বকর ছিদ্দীক)

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকার ভিশন ২০৪১ প্রণয়ন করেছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আইসিটি ভিত্তিক একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত করা। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষ করে জাতির পিতার স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন হলো একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাৎসরিক সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সংক্ষেপে বলা যায় এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সমন্বিত প্রতিফলন ঘটে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশের মাধ্যমে এর সামগ্রিক কর্মপরিধি, কার্যক্রম ও অর্জন তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশের উদ্যোগের সাথে যুক্ত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নে আহবায়ক কমিটি এবং সম্পাদনা পরিষদ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশাল পরিধি হতে উল্লেখযোগ্য অংশের সমন্বয় একটি কঠিন কাজ। তথাপি প্রতিবেদনে যাতে সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। তবে প্রতিবেদনে নিখুঁত খন্ডচিত্র পরিস্ফুটন ঘটাতে প্রমাদজনিত ভুল থাকতে পারে যা অনিচ্ছাকৃত বলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

পরিশেষে প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশের সাথে যারা সম্পৃক্ত

প্রধান উপদেষ্টা
ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়
জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ ও আহবায়ক কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
জনাব মো: একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মো: আবু ইউসুফ মিয়া, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মো: নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মো: রাহেদ হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
কাজি মো: আব্দুর রহমান, উপসচিব (সরকারি মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মো: মাসুম আহমেদ, উপসচিব (সরকারি কলেজ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোসা: রোকেয়া পারভীন, উপসচিব (বেসরকারি কলেজ-৬), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব আক্তার উননেছা শিউলী, উপসচিব (সংসদ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মোছা: শাম্মী আক্তার, উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব নাসরীন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মো: মোখলেস-উর-রহমান, উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
জনাব স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
জনাব মো: শাহীন সিরাজ, উপপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
জনাব কাজী ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ, স্পেশালিস্ট (ডকুমেন্টেশন), বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক (একিউএইউ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

সার্বিক সহযোগিতায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ
জনাব মো: জহির খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সংসদ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
জনাব মিঠুন কুমার মজুমদার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (সংসদ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

প্রকাশনায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২২ খ্রি:

মুদ্রণে
গ্লোবাল প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।
মো: ০১৯২৫ ৭৬৮২৬৮

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	**১৩-১৭**
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি	১৪
সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৫
শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য	১৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**১৮-৫৮**
২০২১-২০২২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন	১৯
ব্লেন্ডেড শিক্ষা বাস্তবায়ন	২৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ এর কার্যক্রম	২৫
প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কার্যক্রম	২৬
উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম	৩৩
পরিকল্পনা অনুবিভাগের কার্যক্রম	৩৮
মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪০
মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪৩
কলেজ অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪৪
বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪৫
নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের তথ্যাবলি	৪৮
তৃতীয় অধ্যায়	**৫৯-৯৬**
বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫৯
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৬০
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল	৬২
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৬৩
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	৭১
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	৭৩
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৭৬
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	৮০
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮১
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৮২
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)	৮৫
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	৮৬
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন	৮৯
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	৯০
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট	৯০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ	৯১

প্রথম অধ্যায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিচিতি

"সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা" এ ভিশন বা রূপকল্পকে ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি ও উন্নয়নে কর্মকৌশল গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে সর্বপ্রথম শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এর পুন:নামকরণ করা হয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে এর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসে এটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ" এবং অপরটি "কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ"।

ছবিঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পরবর্তী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত সকল ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওপর অর্পিত। এ বিভাগ মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ ছাড়াও শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। আওতাধীন ২৩টি দপ্তর/সংস্থা এবং প্রাথমিক স্তর পরবর্তী স্বীকৃত সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করে শিক্ষাকে মান সম্মত এবং সকলের জন্য সহজলভ্য করাই এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। বর্তমানে এ

বিভাগের আওতায় প্রাথমিক স্তর পরবর্তী ২৫,২২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং ৪৭টি পাবলিক ও ১০৮টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার;
- চাহিদা মাফিক ও কর্মের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা;
- পাঠ্যক্রম-এর আধুনিকায়ন;
- সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার;
- সকল স্তরে শিক্ষকদের দক্ষতা নিশ্চিতকরণ;
- বেকারত্ব এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ (লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা) এবং
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন।

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যঃ

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্র, অধ্যবসায় ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা, শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা করা।
- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্র ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
- মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তা-শক্তি, কল্পনা শক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্ব পরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা।
- দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটানো।
- সব ধরণের বিশেষ চাহিদা সম্পন্নের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)

রূপকল্প (Vision)ঃ

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)ঃ

১. সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনা খরচে (free of cost) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;

২. সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;

৪. কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা;

৫. শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।

৬. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;

৭. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৮. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৯. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

১০. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।

কার্যাবলি (Functions)ঃ

১. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;

২. মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. নতুন শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;

৫. বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স তৈরি;

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;

৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ;

৮. মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আই.সি.টি'র ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আই.সি.টি'র বাস্তব প্রয়োগ;

১০. বিদ্যমান আইন সংশোধনসহ নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;

১১. শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২১-২০২২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

২০২১-২০২২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ২০২২ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরে (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) ১,২২,৬০,৯০৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১৭,৯৪,৪৬,৪৭৭ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণে ১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে পূর্ণসেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়;
- দেশব্যাপী অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য নিরসনে 'বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০২২' প্রতিযোগিতা উপজেলা, জেলা, মহানগর, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৫টি বিষয়ে 'বছরের সেরা মেধাবী' হিসেবে নির্বাচিত ১৫ জন মেধাবী সহ জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী মোট ১৩২ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে (ভার্চুয়াল) ২৬ জুন, ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সেরা মেধাবীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়;
- সারা দেশে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ পালন করা হয়। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে সহশিক্ষা বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৮৩৬ জন জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ১৫টি ক্যাটাগরিতে ২১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানকে বর্ষসেরা নির্বাচিত করা হয়। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ রোভার, শ্রেষ্ঠ স্কাউট নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করা হয়;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় স্থান অর্জন;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ৪১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান;
- বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক মোট ৩৪,১৮৯ জন প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া Secondary Education Sector Investment Programe (SESIP) প্রকল্পের আওতায় ৪৭১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান;
- পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০৬৩ জন সহকারী শিক্ষককে (গ্রেড-১০) নিয়োগ প্রদান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ১ম শ্রেণির ২টি পদে (সহকারী প্রোগ্রামার-১টি ও সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-১টি) নিয়োগ প্রদান;

- ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ। এছাড়াও ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি ও ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার, ২১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি ও ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার নিয়োগ প্রদান;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫৪৫২ জন সহকারী শিক্ষককে (১০ম গ্রেড) "সিনিয়র শিক্ষক" [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি প্রদান;
- সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষকগণকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সর্বমোট ২৩৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৪২০ জন প্রভাষকের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ১৪৯৬ জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও ১০৮৫ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ব্যানবেইসে ১ম শ্রেণির ৪ জন কর্মকর্তাকে (চিফ, ডকুমেনটেশন, লাইব্রেরি ও প্রকাশনা বিভাগ, চিফ, স্ট্যাটিসটিকস বিভাগ ও সিস্টেম এনালিস্ট পদে) পদোন্নতি এবং পরিসংখ্যান অফিসার পদে ০২ (দুই) জনকে নিয়োগ প্রদান;
- ৩য় শ্রেণির ৩ জন কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে (প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী পাবলিকেশন অফিসার) এবং ৪র্থ শ্রেণির ২ জন কর্মচারীকে ৩য় শ্রেণির পদে পদোন্নতি প্রদান;
- নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ৬৬৬টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১১২২টি, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৩৬টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পর্যায়ে ১০৯টি এবং ডিগ্রি কলেজ পর্যায়ে ১৮টি সর্বমোট ২০৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আদেশ জারি করণ;
- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতাদি অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মোট ১,৪৭৫,৪২৬,৮৫৪.০০ টাকা প্রদান;
- ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক অনুমোদন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৫টির জমির অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক অনুমোদন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদন থেকে ৮,২১৯টি আবেদনের বিপরীতে ৮৭৯,৪৩,৩০,৫০২/- টাকা প্রদান। এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত ১২,৪০৪ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ৫৭১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৭৪ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ;
- সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮,৪৭,৪১১ জনকে ১৩২১,৭৭,১৪,৩৫০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,৭৩,৭৭৪ জনকে ৫৬৯,৬০,৬২,৫৬০ টাকা মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ;

- স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১,৩৯,৫৫৩ জনকে ৭৪,৮২,৩১,৭০০/- টাকা মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ;
- দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন (সর্বনিম্ন ১০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা) চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ৮ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান;
- ১৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা করে ১,৬০,০০,০০০.০০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান বাবদ বরাদ্দ প্রদান;
- বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৪৬টি পদ সৃজনের অনুমোদন গ্রহনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপন;
- ২৭টি কলেজ জাতীয়করণ, ৮টি কলেজে এডহক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২২৯টি কলেজের পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪০টি কলেজের পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ বিভাগের প্রেরণ এবং ৬৭টি কলেজ পদ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩২৫টি কলেজের মধ্যে ৩১২টির বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৪টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৫টি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমতি প্রদান। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮১টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০টি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমতি প্রদান। বেসরকারি ১২টি কলেজ স্থাপন, ৯টি বেসরকারি কলেজের পাঠদান, ১৩টি বেসরকারি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি, ৩টি বেসরকারি কলেজের বিষয় খোলা, ৩টি বেসরকারি কলেজের বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২১ সালে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এস.এস.সি পরীক্ষায় মোট ১,৭৯২,৩১২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১,৬৮৬,২১১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষায় পাশের গড় হার ৯৪.০৮%।
- ২০২১ সালে সারাদেশে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় মোট ১,১১৫,৭০৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১,০৬৬,২৪২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষায় পাশের গড় হার ৯৫.৫৭%।
- কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২২ জাতীয় সংসদে পাস;
- শিক্ষা আইন-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা পূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২১-এর খসড়া চূড়ান্ত করা পূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ গেজেট আকারে প্রকাশিত;

- ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা ২০২২’ অনুমোদন;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা-২০২২ গেজেট আকারে প্রকাশ;
- এ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু;
- উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক’ (Bangladesh National Qualifications Framework: BNQF) বাস্তবায়ন শুরু;
- জিআরএস সিস্টেমে এবং সরাসরি প্রাপ্ত ৬২৮টি অভিযোগ (২০২০-২০২১ অর্থবছরের জেরসহ) নিষ্পত্তিকরণ। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%। একই সময়ে ১০১টি আপীল নিষ্পত্তিকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৮০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৭১টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ৯টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোট ৩২টি নির্দেশনার মধ্যে ২১টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১১টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় myGov প্ল্যাটফর্মে ১৩৮টি সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থ বছরের রাজস্ব পরিচালন বাজেটের আওতায় ৯৮৮টি অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ বাবদ ৫৩৮৭৯৪.৭০ লক্ষ টাকা, ১৬৪১টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পুনর্বাসন বাবদ ৭৭৮৩৮.১৯ লক্ষ টাকা, ৮৮৯টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পুনর্বাসন বাবদ ১১২১৪৮.৩০ লক্ষ টাকা এবং ১৫২০টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ বাবদ ২২৫৮২.৭৪ লক্ষ টাকা সহ খাতসমূহের আওতায় সর্বমোট ৭,৫১,৩৬৩.৯৩ লক্ষ টাকার কর্মসূচি অনুমোদন;
- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা হতে ৩১৭টি প্রকল্প ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২৯,৯৪,০০,০০০/- পরিমাণ অর্থ ছাড়করণ;
- জাতীয় শিক্ষক্রম রূপরেখা ২০২১ এর আলোকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির নতুন শিক্ষাক্রম পাইলটিং করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। এ পাইলটিং কার্যক্রমের ফলাবর্তন অনুযায়ী আগামী ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে তা অনুসরণ করা হবে। পাইলটিংভুক্ত ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৮৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ব্লেন্ডেড শিক্ষা বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির রূপকল্প প্রণয়নের প্রেক্ষিতে শিক্ষায় আধুনিকায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মান, ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইস এর সহজলভ্যতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্ব প্রদান করে। কার্যক্রম সমূহ সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে শিক্ষা নীতি ও ২০১২ সালে আইসিটি মাস্টার পান প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, আইসিটি ল্যাব, শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট, আইসিটি সক্ষমতা অর্জনে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের অনলাইন প্লাটফর্ম শিক্ষক বাতায়নে সকল কন্টেন্ট এর রিপজিটরি তৈরি, অনলাইন পাটফর্মে শিক্ষাক্রম ও বিভিন্ন প্রকার পেডাগজি প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ ও অনলাইন প্রোফাইল তৈরি, ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক আইসিটি বই প্রচলন সহ বিভিন্নভাবে শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহারিক কার্যক্রম চলমান ছিল। ২০২০ সালে করোনা মহামারীতে শিক্ষা কার্যক্রমে প্রযুক্তি ব্যবহারে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ লকডাউনে বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের জন্য সংসদ বাংলাদেশ টিভিতে প্রায় ৫০০০ এর অধিক রেকর্ডেড ক্লাস প্রচার, রেডিওতে প্রায় ২০০০ এর অধিক ক্লাস প্রচার এবং অনলাইন প্লাটফর্ম জুম, গুগল মিট, ফেইসবুক, ইউটিউব, হোয়াটস এপসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষকগণ ২ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইন ক্লাস নিয়েছেন। পাশাপাশি অফলাইনে বিভিন্ন নির্দেশনা যেমন এসাইনমেন্ট, বাড়ির কাজ, কুইজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে ভূমিকা রেখেছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে শিক্ষকদের অনলাইনে আইসিটি পেডাগজি প্রশিক্ষণ, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অনলাইন ক্লাস বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বস্তুতপক্ষে করোনা মহামারীর পর থেকে বাংলাদেশ ব্লেন্ডেড শিক্ষার এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। কোভিড-১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতি, চতুর্থ শিল্প বিপব, গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিবেচনায় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি সময়োপোযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর অংশ হিসেবে মানসম্মত শিখন শেখানো কার্যক্রম, কনটেন্ট ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী, শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়ন, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন, অন্তর্ভূক্তিমূলক অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে মহাপরিকল্পনায় ৫টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স এবং তার আওতাধীন ৭টি উপকমিটি গঠিত হয়।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪ লক্ষাধিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণ ও শিখন সামগ্রী সহজলভ্য করার প্রয়াসে কোভিড স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশে এনিমেনশন কনটেন্ট, বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনলাইন গেমস, প্রতিযোগিতা, প্রকল্প ভিত্তিক শিখন চলমান রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো হিসেবে অনলাইন পাটফর্ম মুক্তপাঠ, শিক্ষক বাতায়ন ও কিশোর বাতায়নকে মাউশি অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল প্লাটফর্মে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে

ইএমআইএস সেলের সাথে ইন্ট্রিগেট করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যানবেইসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্রোফাইলসমূহ এই পাটফর্ম সমূহের সাথে ইন্ট্রিগেশন নিশ্চিত করা হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে প্রস্তাবিত ধারাবাহিক ও সামস্টিক মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বেডু) এর তত্ত্বাবধানে মূল্যায়ন অ্যাপ তৈরি ও পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩ সালে নতুন শিক্ষাক্রমের অধীন ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রযুক্তি সহায়তায় মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শ্রেণিতে তা বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে ২৯,২৮৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়ছে এবং আরও ৫৯,৭৭৭টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ৯০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১০,০০০ ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম চলমান, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন (মিউ) উইং এর ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম অ্যাপ এর মাধ্যমে সারাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মনিটরিং ব্যবস্থা রিয়েলটাইম ও কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে, আইসিটি বিভাগের ইডিসি প্রকল্পের আওতায় প্রায় অর্ধলক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন, সেসিপ প্রকল্পের আওতায় ১২৫ উপজেলায় আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম চলমান, জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০২০ এর আওতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চায়নের পরিকল্পনা চলমান। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপ-কমিটি গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়নযোগ্য চলমান উদ্যোগসমূহ নিরুপণ করা হচ্ছে যা ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগামী ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা বোর্ড সমূহে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফলাফল প্রদান, সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম অনলাইন মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। নায়েম, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও এইচএসটিটিআই সহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহে অনলাইন ক্লাস ও ভার্চুয়াল কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ইউজিসির আওতায় বিডিরেন প্রকল্পের মাধ্যমে সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থী ভর্তি, প্রশাসনিক কার্যক্রম, ল্যাব কার্যক্রম, গবেষণা কার্যক্রম, ভার্চুয়াল ক্লাস, বাস্তবায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষায় ব্লেন্ডেড কোর্স প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ এর কার্যক্রম

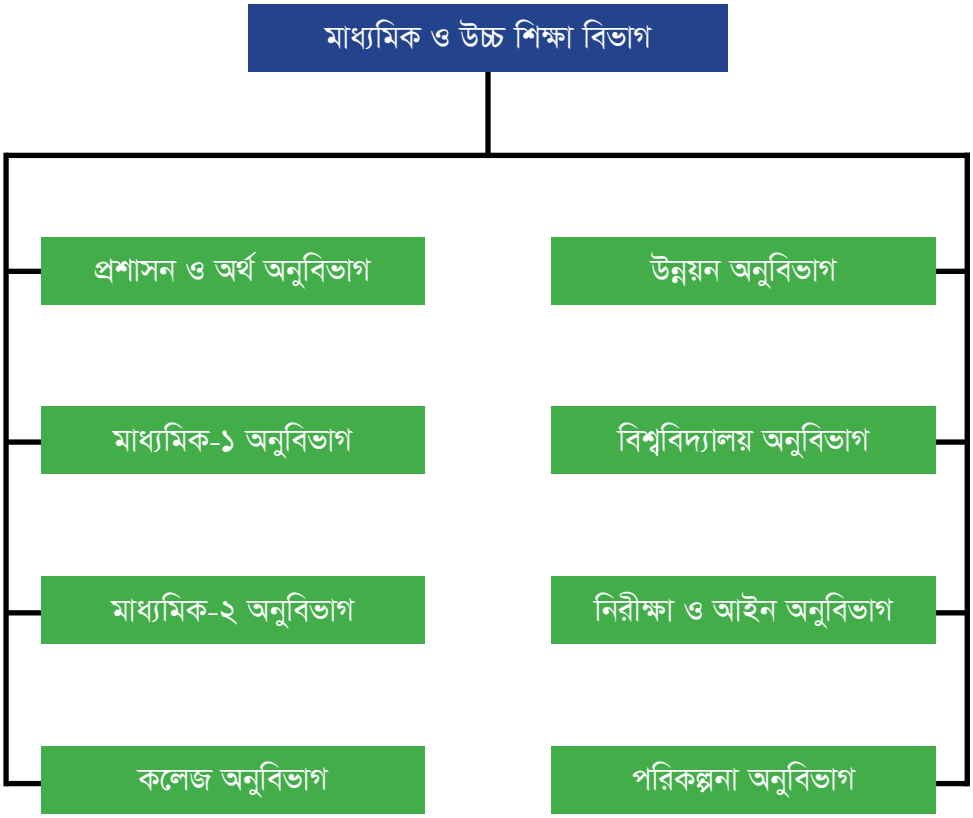

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অনুবিভাগসমূহ

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাজেট

অর্থবছর	পরিচালন বাজেট		উন্নয়ন বাজেট (SEDP সহ)		মোট বরাদ্দ	জাতীয় বাজেটের শতকরা হার
	বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের (%)	বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের (%)		
২০২১-২০২২ (সংশোধিত বাজেট)	২১,৭৫৪,৯৫,৯০ (একুশ হাজার সাতশত চুয়ান্ন কোটি পঁচানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা।	৬৭.১১%	১০,৬৫৯,৭৩,০০ (দশ হাজার ছয়শত উনষাট কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা।	৩২.৮৯%	৩২,৪১৪,৬৮,৯০ (বত্রিশ হাজার চারশত চৌদ্দ কোটি আটষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা	৫.৪৬%
২০২২-২০২৩ (বাজেট)	২৩,৩৬১,৭৫,০০ (তেইশ হাজার তিনশত একষট্টি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা।	৫৮.৪৬%	১৬,৬০০,৫৪,০০ (ষোল হাজার ছয়শত কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা।	৪১.৫৪%	৩৯,৯৬২,২৯,০০ (উনচলিশ হাজার নয়শত বাষট্টি কোটি উনত্রিশ লক্ষ) টাকা।	৫.৮৮%

- ১৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা করে ১,৬০,০০,০০০.০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান বাবদ বরাদ্দ প্রদান;
- ২৬৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা করে ৭৯,৮০,০০,০০০.০ (উনআশি লক্ষ আশি হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান বাবদ বরাদ্দ প্রদান;
- ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণির ২৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা করে ১,৯৬,০০,০০০.০০ (এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা, ৯ম-১০ম শ্রেণির ১৭৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা করে ১,৪০,০০,০০০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ১২৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৯,০০০.০০ (নয় হাজার) টাকা করে ১,১১,৯৬,০০০.০০ (এক কোটি এগারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা এবং স্নাতক ও তদুর্দ্ধ শ্রেণির ১১২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা করে ১,১২,০০,০০০.০০ (এক কোটি বারো লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান বাবদ বরাদ্দ প্রদান;
- ৩২০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার) টাকা করে মোট ১,৯২,০০,০০০.০০ (এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান।

বার্ষিক পারফর্মেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় স্থান অর্জন;

এপিএ তে ২য় স্থান অর্জন; সচিব মহোদয় কর্তৃক সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে এ বিভাগের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত;
- এ বিভাগের ৯ম গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের ৫০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে সমসাময়িক ০৬ বিষয়ের উপর লার্নিং সেশনের আয়োজন;
- এপিএ'তে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য আওতাধীন ০৩টি দপ্তর/সংস্থাকে প্রণোদনা হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান;

এপিএ প্রণোদনা স্বরূপ ক্রেস্ট প্রদান

- ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাতে বর্ণিত উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহিঃবিশ্বে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সেবা গ্রহীতাগণের (শিক্ষার্থীগণ) পরীক্ষার সনদ সত্যায়নের জন্য 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে;
- ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে মিডিয়া কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত মিডিয়া কর্নার এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতা সাধারণ জনগণ ও সংবাদকর্মীগণ এ বিভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হতে পারেন;
- ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত সেবা ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দাপ্তরিক তথ্য (পিআইএমএস) সংক্রান্ত সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। সেবাটি ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাবলী অনলাইনে সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা যথাসময়ে প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পন্নকরণ;
- 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' এর আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত গ্রেড ০২ হতে গ্রেড ৯ পর্যন্ত ১ জন কর্মকর্তা, গ্রেড ১০ হতে গ্রেড ১৬ পর্যন্ত ১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্য হতে ১ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান;

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ প্রদান

প্রশাসন ও সংস্থাপন

- ১ম শ্রেণির ২টি পদে (সহকারী প্রোগ্রামার-১টি ও সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-১টি) নিয়োগ প্রদান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ৪১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান;
- ১ম শ্রেণির ২টি (পরিসংখ্যান অফিসার) পদে নিয়োগ প্রদান;
- ১ম শ্রেণির ৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান;
- ২য় শ্রেণির ২ জন কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণি (পরিসংখ্যান অফিসার ও লাইব্রেরিয়ান) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ৩য় শ্রেণির ৩ জন কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির (প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী পাবলিকেশন অফিসার) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ৩য় শ্রেণির ৩ জন কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ৪র্থ শ্রেণির ২ জন কর্মচারীকে ৩য় শ্রেণির পদে পদোন্নতি প্রদান।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর বিবরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১		০২	০৩
ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ)	০৮টি	১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ	১৮৪ জন
সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০৪টি	১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ	১০০ জন
Decesion Making Process বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১টি	৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	৩৫ জন
Rules of Business বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১টি	৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	৫২ জন
তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	০৬টি	৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২০৫ জন
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা		৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২২৬জন
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	০৬টি	৫ম হতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	৯৪ জন

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ৮০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪টি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ৮০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ১ দিনের ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের ২২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন।

দিবস পালন/ক্রয়/ঋণ অনুমোদন

- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ মহান বিজয় দিবসে দেশব্যাপী ছাত্র/ছাত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ পালন;
- বিভাগের অধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ২৬২টি ঋণ আবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ই.জি.পি. প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন।

চিত্র: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২২ পালনে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ

সংসদ বিষয়ক কার্যক্রম

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটিতে প্রতিবেদন প্রেরণ এবং সভা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্নের জবাব প্রেরণ;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে পুস্তক আকারে প্রকাশ;
- জিআরএস সিস্টেমে এবং সরাসরি প্রাপ্ত ৬২৮টি অভিযোগ (২০২০-২০২১ অর্থবছরের জেরসহ) নিষ্পত্তিকরণ। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%। একই সময়ে ১০১টি আপীল নিষ্পত্তিকরণ।

সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম

- দপ্তর/সংস্থার সাথে মাসিক সমন্বয় সভা এবং অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা আহ্বান;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- বিভিন্ন দেশ/ সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চাহিত মতামত যথাসময়ে প্রদান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২১ এর বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণ এ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি প্রেরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা আহ্বান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় myGov প্ল্যাটফর্মে ১৩৮টি সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ মডিউল এ Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) এবং Digital Security বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

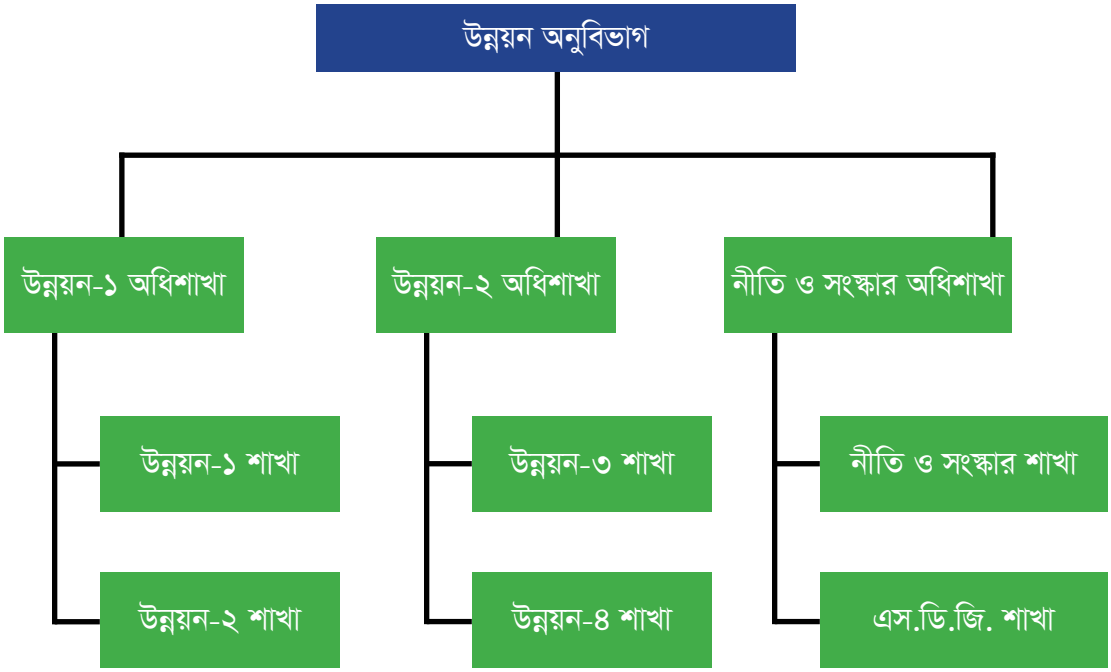
উন্নয়ন অনুবিভাগ
উন্নয়ন-১ অধিশাখা
উন্নয়ন-২ অধিশাখা
নীতি ও সংস্কার অধিশাখা
উন্নয়ন-১ শাখা
উন্নয়ন-২ শাখা
উন্নয়ন-৩ শাখা
উন্নয়ন-৪ শাখা
নীতি ও সংস্কার শাখা
এস.ডি.জি. শাখা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উন্নয়ন অনুবিভাগ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ম্যানুয়েল অনুমোদন, ছাত্র-শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের উদ্দীপনা পুরস্কার সংক্রান্ত ম্যানুয়েল ও সংশোধিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি স্কিম অনুমোদন;
- প্রেষণে পদায়নযোগ্য ১২৬টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ;
- ৩টি প্রকল্পের পদের মেয়াদ সংরক্ষণ করা হয় এবং ৩ (তিন) জন কর্মকর্তার চাকরি নিয়মিতকরণ;
- ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক অনুমোদন কার্যক্রম সম্পন্ন;
- ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের ৫টি জমির অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক অনুমোদন কার্যক্রম সম্পন্ন;

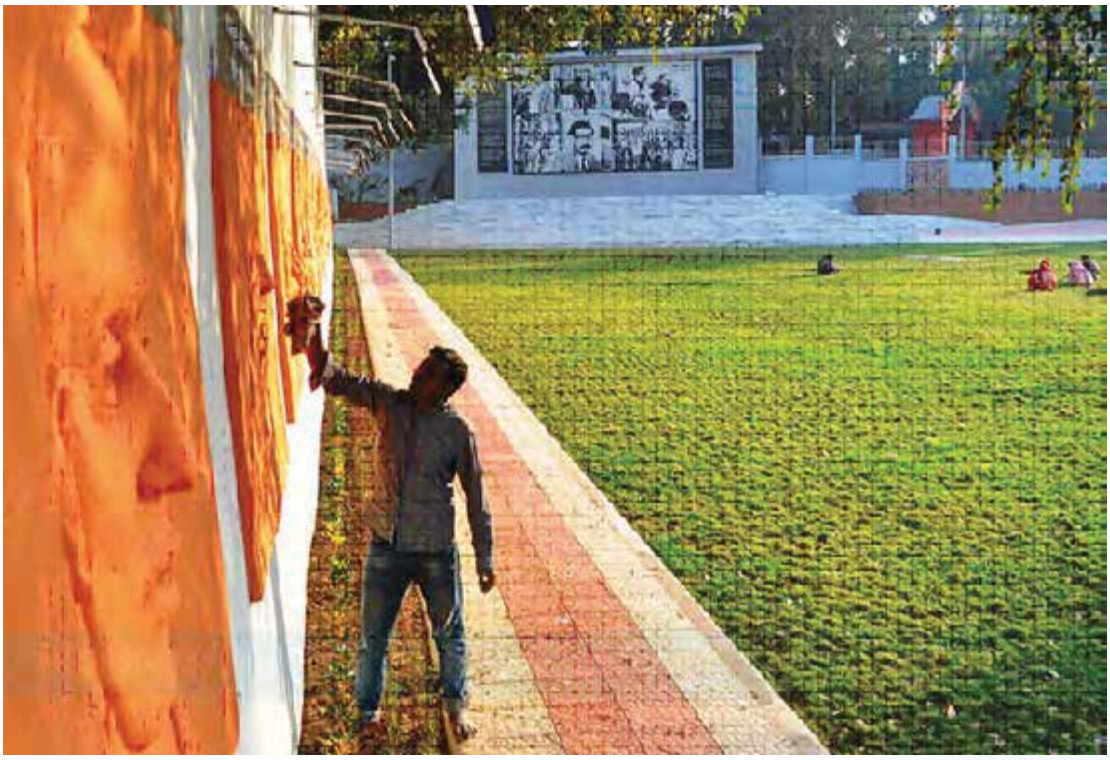

ঐতিহাসিক ৬ দফা মঞ্চ (চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দান) নির্মাণ কালের ছবি

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থ বছরের রাজস্ব পরিচালন বাজেটের আওতায় ৯৮৮টি অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ বাবদ ৫৩৮৭৯৪.৭০ লক্ষ টাকা, ১৬৪১টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পুনর্বাসন বাবদ ৭৭৮৩৮.১৯ লক্ষ টাকা, ৮৮৯টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পুনর্বাসন বাবদ ১১২১৪৮.৩০ লক্ষ টাকা এবং ১৫২০টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ বাবদ ২২৫৮২.৭৪ লক্ষ টাকা সহ খাতসমূহের আওতায় সর্বমোট

৭,৫১,৩৬৩.৯৩ লক্ষ টাকার কর্মসূচি অনুমোদন;

- রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রশাসন ভবন নির্মাণ- ৩৭,৭৭,৩০,০০০.০০০ টাকা, ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ- ৬৪,৪০,২৬,৫০০.০০০ টাকা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবন নির্মাণ- ৬৬,০৩,৮৮,৫০০.০০০ টাকা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবন নির্মাণ- ৬৫,৩৩,৮২,০০০.০০০ টাকা, ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবন নির্মাণ- ৬৪,২২,২৭,০০০.০০০ টাকা) মোট ২৯৭,৭৭,৫৪,০০০.০০ টাকার ৬টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেখ রাসেল ছাত্র হল নির্মাণ- ৪৩,৫৬,২৬,২৪৬.২৯৪ টাকা ও শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ- ৪৩,৪৬,৪৪,৭৮৮.৫৮৯ টাকা) মোট ৮৭,০২,৭১,০৩৪.৮৮৩ টাকার ২টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইসিটি ইনকিউবেটর ভবন নির্মাণ- ৩৪,১৩,৮০,০৪১.২৬৭ ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ- ৫০,০৫,২৭,৯০১.৪৬০) মোট ৮৪১৯০৭৯৪২.৭২৭ টাকার ২টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর (সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ- ৭২,৪২,৫৭,৩১৯.৯৮ টাকা ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ- ৭৪,৫৭,২৪,৪৭৭.০০)মোট ১৪৬,৯৯,৮১,৭৯৬.৯৮ টাকার ২টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের (একাডেমিক ভবন নির্মাণ- ১১৪,৮২,৩২,৩৫২.৩২৮ টাকা) মোট ১১৪,৮২,৩২,৩৫২.৩২৮ টাকার ১টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ- ১৩৭,৪২,২৪,৮৬৩.১৬১ টাকা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণ- ৬৯,০৫,৭৮,৭৪৩.২৬৭ টাকা, স্পোর্টস কমপেক্স ভবন নির্মাণ- ১১৯,৩৬,০১,৩৬১.১৭৭ টাকা, লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ- ১০১,৮৫,৮৫,৭৮৬.৭৭৪ টাকা, গেস্ট হাউস নির্মাণ- ৩৬,৪৮,৪৯,৯০৩.৮০১ টাকা ও লেকচার থিয়েটার ভবন নির্মাণ- ৬৩,৪৬,০৩,২৬৯.৭৭৮ টাকা) মোট ৫২৭,৬৪,৪৩,৯২৭.৯৫৮ টাকার ৬টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেখ হাসিনা হল নির্মাণ- ৬৮,৩১,৩৮,৮০৪.৫৫৫ টাকা, বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ- ১৫৩,৬৬,৭৯,৬৪৭.০০ টাকা ও কামরুজ্জামান হল নির্মাণ- ৬৩,০৫,৯৫,১৭০.০০০) মোট ২৮৫,০৪,১৩,৬২১.৫৫৫ টাকার ৩টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতায় বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শাখা হতে সর্বমোট ১৫৪৩,৫০,০৪,৬৭৬.৪৩১ টাকার ২২টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৪৭ জন সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এবং ২ জন সহকারী স্থপতি পদে নিয়োগ ও পদায়ন;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২জন সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) কে নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদে, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামারকে প্রোগ্রামার পদে এবং একজন সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান;

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে নিয়োগ প্রদান;
- সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ফরিদপুর জেলা কার্যালয় এবং লক্ষীপুর জেলা কার্যালয় স্থাপনের জন্য ভূমি বরাদ্দের প্রশাসনিক অনুমোদন;

NAAND প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অটিজম বিষয়ে মুক্ত আলোচনার স্থিরচিত্র।

ছবি : জাতীয় দিবসের আলোচনায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

ছবি : NAAND প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ভবনের নক্শা

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

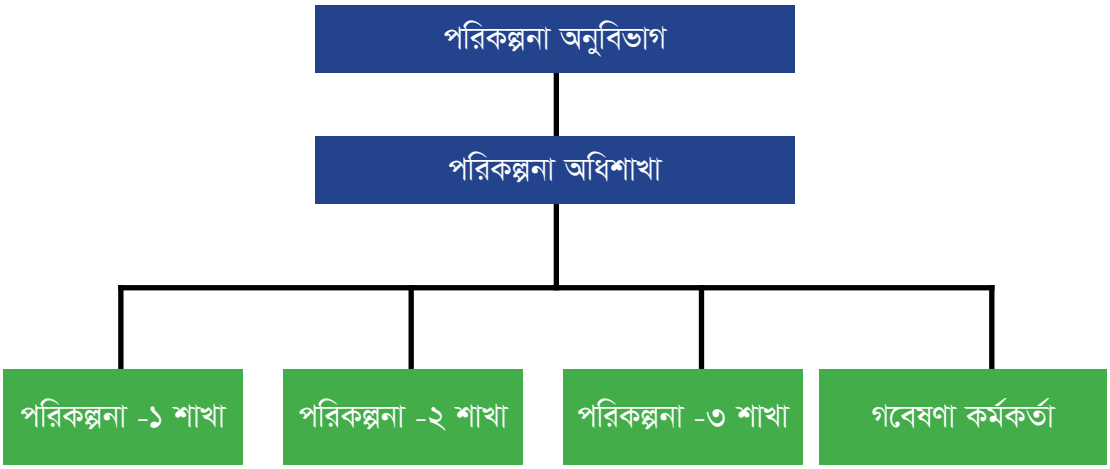

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে মোট ৭৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩২৩৬.৭৬ কোটি টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পগুলোর ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৩১০৩৩.৬৩ কোটি টাকা যা প্রকল্পগুলোর মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৯%। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর.এ.ডি.পি) তে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্তর্ভূক্ত ৭৮টি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৮২৫৯.৭৩ কোটি টাকা যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৮৩০.৪০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৭০.৫৯%)। সংস্থাওয়ারী আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১০	১৫১৮.৭৩	১১৯৪.৯৬	৭৮.৬৮%
০২	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৭	২৭৬৫.৮১	২১৮৭.৪১	৭৯%
০৩	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৪৬	৩৫২৯.২৭	২২২৩.৫১	৬৩%
০৪	বাংলাদেশ স্কাউটস	৩	৪৩.২৮	৪৩.২৮	১০০%
০৫	বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	২	৪০২.৬৪	১৮১.২৩	৪৫%
	মোট	৭৮	৮২৫৯.৭৩	৫৮৩০.৪০	৭০.৫৯%

২. এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮০টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা এবং বিভিন্ন সংস্থা প্রধানদের সভাপতিত্বে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাসমূহ থেকে নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ১৬টি প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং যাচাই কমিটির সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা কমিশন থেকে ২টি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২টি এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ২টি সহ মোট ৪টি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে তিনটি প্রকল্প আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৩. ২০২১-২২ অর্থবছরের ৮টি এডিপিভূক্ত প্রকল্পের (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৬টি) সফল সমাপ্তি হয়েছে। এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং উক্ত অর্থ অবমুক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিটি প্রকল্পের অর্থছাড়ের কাজগুলো পরিকল্পনা অনুবিভাগ থেকে যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের মধ্যে মোট ৭২৫৩.৬৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়, যা মোট বরাদ্দের ৮৭.৮২%।

৪. ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক ও সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ল্যাব স্থাপন ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহ, সাইন্স ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, ইনষ্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্রান্ট (আইডিজি) প্রদান, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

মাধ্যমিক-০১ অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক-০১ অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৪৬টি পদ সৃজনের অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- **বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের নামে নিম্নোক্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে :**

১. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উচ্চ বিদ্যালয়, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

২. শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ

৩. বঙ্গবন্ধু স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ

৪. শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর

৫. শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

খ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতিপ্রাপ্তির পর জনবল আত্মীকরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্নরূপ:

চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	বাঁশখালী বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়
পাবনা	সাঁথিয়া	মাধপুর শেখ হাসিনা উচ্চ বিদ্যালয়
বাগেরহাট	ফকিরহাট	বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
জামালপুর	ইসলামপুর	ইসলামপুর জে.জে.কে.এম. গালর্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ
নারায়ণগঞ্জ	সদর	'সৈয়দপুর বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়'
জামালপুর	মেলান্দহ	বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়
জামালপুর	মাদারগঞ্জ	হাটমাগুড়া শেখ রেহানা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
জামালপুর	সদর	বঙ্গবন্ধু আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

গ) সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতাঃ

দেশব্যাপী অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য নিরসনে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০২২ প্রতিযোগিতা উপজেলা, জেলা, মহানগর, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৫টি বিষয়ে 'বছরের সেরা মেধাবী' হিসেবে নির্বাচিত ১৫ জনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে (ভার্চুয়াল) ২৬ জুন, ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জেএসসি পরীক্ষা ২০২১:

করোনাভাইরাস সংক্রমণের সার্বিক পরিস্থিতি এবং শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম বিবেচনা করে ২০২১ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা গ্রহণ না করে স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষা এবং অ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রদান।

এসএসসি পরীক্ষা ২০২১:

করোনাভাইরাস সংক্রমণের সার্বিক পরিস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে প্রণীত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে ২০২১ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি) ১৪-২৩ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ, মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের ০৩টি নৈর্বাচনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২১:

২০২১ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ০২-৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ সময়ে সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ, মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ না করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পৃথকভাবে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির যৌথসভার মাধ্যমে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত রূপরেখার আলোকে ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০৬৩ জন সহকারী শিক্ষক (গ্রেড-১০) নিয়োগ।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫৪৫২ জন সহকারী শিক্ষককে [১০ম গ্রেড] "সিনিয়র শিক্ষক" [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি প্রদান।
- সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষকগণকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সর্বমোট ২৩৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান।
- করোনার কারণে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলে অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন।

মাধ্যমিক-০২ অনুবিভাগ

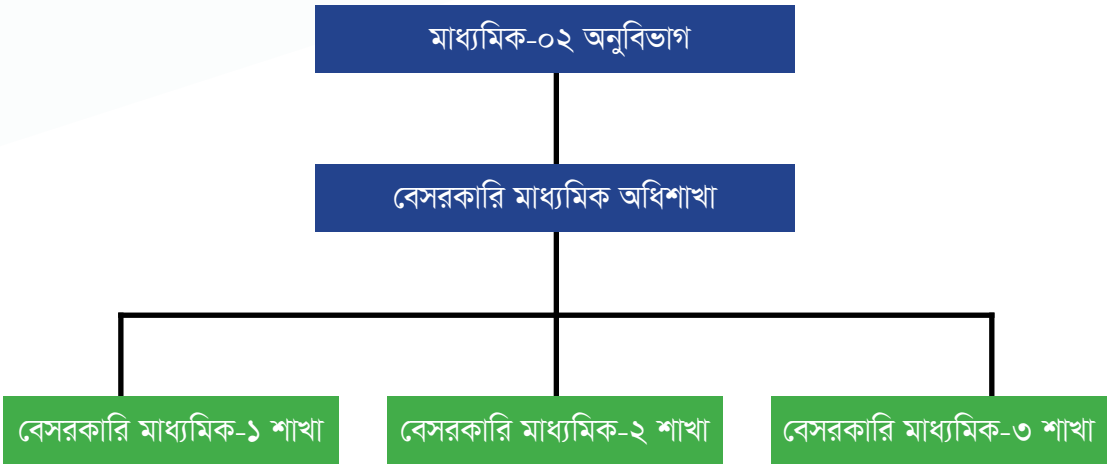

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২২' এর খসড়া চূড়ান্ত;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি প্রবিধানমালা (সংশোধন-২০২২) চূড়ান্ত;
- নিম্নমাধ্যমিক-৬৬৬টি, মাধ্যমিক-১১২২টি, উচ্চ মাধ্যমিক-১৩৬টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ-১০৯টি এবং ডিগ্রি কলেজ-১৮টি সহ সর্বমোট ২০৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভূক্তির আদেশ জারি;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী বেসরকারি কলেজে কর্মরত প্রভাষক থেকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে পরিপত্র জারি;
- ব্যক্তিগত এমপিওভূক্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ৫৮টি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি;
- ৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান;
- নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৪টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৫টি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমতি প্রদান;
- নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮১টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০টি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান;
- ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয় খোলা, ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভাগ খোলা ও ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রেণী শাখা খোলার অনুমতি প্রদান।

কলেজ অনুবিভাগ

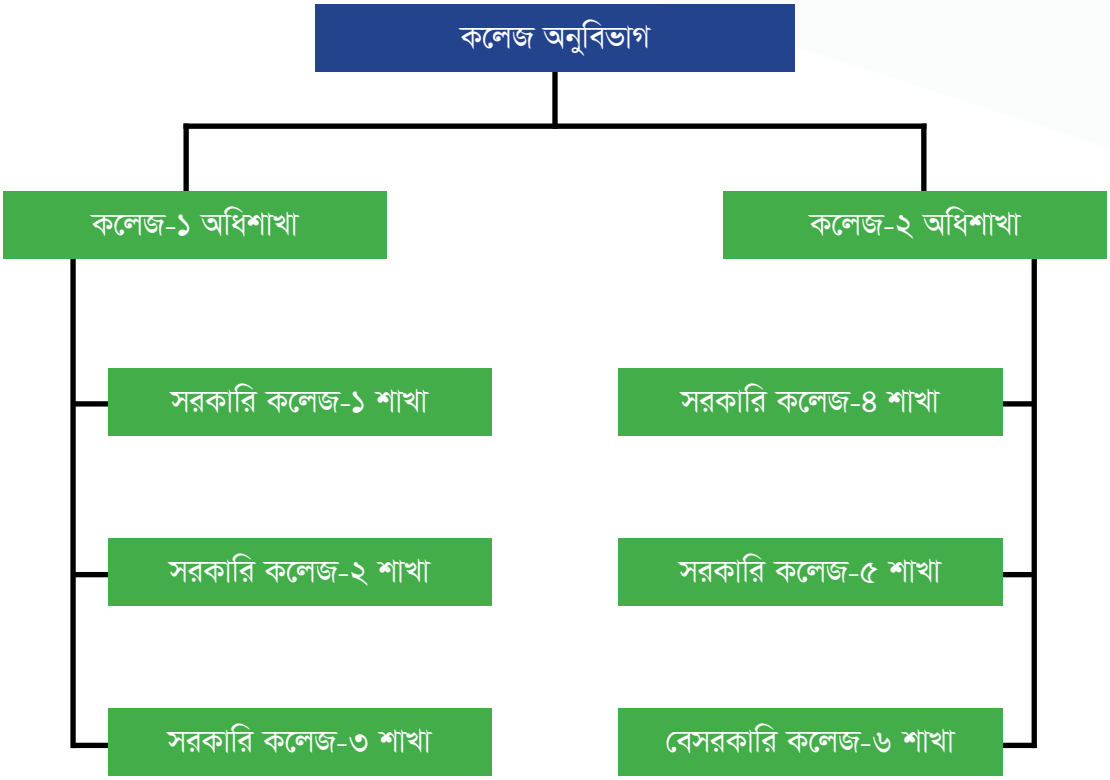

২০২১-২২ অর্থবছরে কলেজ অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৪২০ জন প্রভাষকের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ১৪৯৬ জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও ১০৮৫ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান;
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৩০২ জনের পেনশন ও ১০৫ জনের গৃহ নির্মাণ ঋণ অনুমোদন;
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৩৪ জনের বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি;
- বেসরকারি ১২টি কলেজ স্থাপন, ৯টি বেসরকারি কলেজের পাঠদান, ১৩টি বেসরকারি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি, ৩টি বেসরকারি কলেজের বিষয় খোলা, ৩টি বেসরকারি কলেজের বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান;
- ২৭টি কলেজ জাতীয়করণ, ৮টি কলেজে এডহক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২২৯টি কলেজে পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪০টি কলেজের পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ এবং ৬৭টি কলেজের পদ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ। ৩২৫টি কলেজের মধ্যে ৩১২টির বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন।

বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ

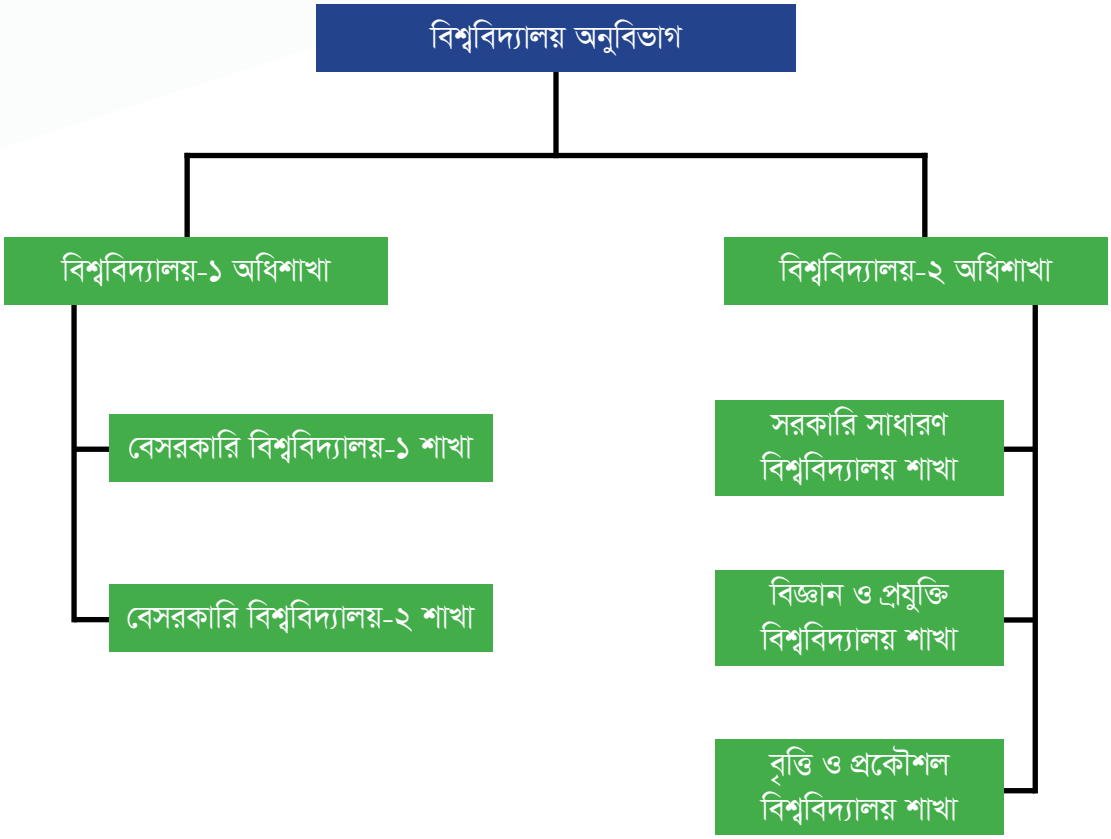

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২২ জাতীয় সংসদে পাস;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ আইন ২০২২, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর আইন, ২০২২ ও লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২২ এর ভেটিং গ্রহণ;
- ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নাটোর আইন, ২০২২, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ আইন, ২০২২ ও সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনের উপর মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ;

- শরীয়তপুর জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত শেখ হাসিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২২-এর খসড়া প্রমিতীকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি ও ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার, ২১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি ও ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার নিয়োগ;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ গেজেট আকারে প্রকাশিত;
- Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) Level 7-10 অনুমোদন;
- 'বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা ২০২২' অনুমোদন;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা-২০২২ গেজেট আকারে প্রকাশ;
- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা হতে ৩১৭টি প্রকল্প ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২৯,৯৪,০০,০০০/- অর্থ ছাড়;
- হাঙ্গেরী সরকারের বৃত্তি-২০২২ এ ২১৪ জনকে, জাপান সরকার বৃত্তি-২০২২ এ ৬ জনকে, Japanese Govt. MEXT-2023 এর জন্য ৭৪ জনকে, আজারবাইজান সরকারের বৃত্তি-২০২১ এ ২ জন-কে, চীন সরকারের বৃত্তি-২০২২ এ ১৭ জনকে এবং কমনওয়েলথ স্কলারশীপ-২০২২ এ ৬৪ জনকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন।

নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ

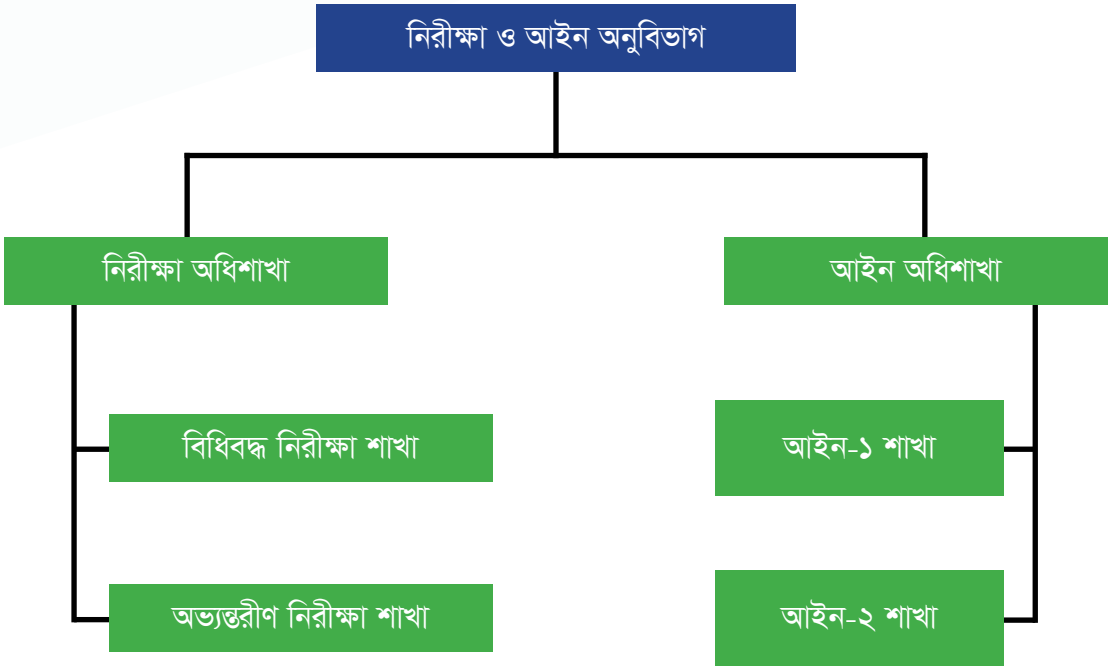

২০২১-২২ অর্থবছরে নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:**

২০২১-২২ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১১৬০টি অডিট আপত্তি পাওয়া গেছে। উক্ত আপত্তিসহ পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৩,৪১৫টি। ১১৪১টি অডিট আপত্তির ব্রডসীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ১২৫৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৪টি দ্বি-পক্ষীয় ও ৭টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৭৬ টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

- **মামলা সংক্রান্ত তথ্য:**

এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ড-এর নামে চলমান ৪৪০৩টি মামলার মধ্যে ৯২৯টি মামলা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েববেইজ ডাটাবেইজে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন:

- শিক্ষা আইন-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২১-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে;

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের তথ্যাবলি

এ বিভাগের আওতায় ৭৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নে দপ্তর/সংস্থা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

দপ্তর সংস্থা ভিত্তিক প্রকল্পের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা
০১	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৪৬
০২	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১০
০৩	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৭
০৪	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	২
০৫	বাংলাদেশ স্কাউটস	৩
	মোট -	৭৮

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর আওতায় চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৬- জুন ২০২৪)	৩৩৫৩৫.০০	● সুপারস্ট্রাকচারসহ কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ ● সম্মুখভাগের দৃষ্টিনন্দন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ● অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ● বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের আংশিক কাজ সম্পন্ন।
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২৩)	২২১০১.৭৫	● প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫তলা-১টি) ● টিএসসি ও ক্যান্টিন ভবন নির্মাণ (৩তলা-১টি) ● শিক্ষক/কর্মকর্তা ডরমিটরি নির্মাণ (৪তলা-২টি) ● স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ (২তলা-১টি) ● জমি অধিগ্রহণ (০.৫২ একর)

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	৬৫৯৮০.০০	ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয়
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১৮-জুন ২০২৩)	৮৪০৫৬.০০	১টি ১০ তলা ভিতের উপর ১০ তলা পর্যন্ত একাডেমিক ভবন নির্মাণ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো ২০১৮- ডিসে ২০২৪)	১৪৪৫৩৬.৩০	● ১০০০ জন ছাত্রীর জন্য হল নির্মাণ (হল নং-১৭) (দশতলা ভিতে দশতলা) ● ১০০০ জন ছাত্রীর জন্য হল নির্মাণ (হল নং-১৮) (দশতলা ভিতে দশতলা) ● ১০০০ জন ছাত্রীর জন্য হল নির্মাণ (হল নং-১৯) (দশতলা ভিতে দশতলা) ● ১০০০ জন ছাত্রের জন্য হল নির্মাণ (হল নং-২০) (দশতলা ভিতে দশতলা) ● ১০০০ জন ছাত্রের জন্য হল নির্মাণ (হল নং-২১) (দশতলা ভিতে দশতলা) ● ১০০০ জন ছাত্রের জন্য হল নির্মাণ (হল নং-২২) (দশতলা ভিতে দশতলা)
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৩)	২৮৩৬৭.০০	● শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়াটার্স (১০ তলা ভিতে ১০ তলা) ● উপাসনালয় ● অভ্যন্তরীণ রাস্তায় রোড লাইট স্থাপন।
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ২০১৪-জুন ২০২৩)	১৯২১৮.৫৪	২ তলা বেজমেন্টসহ ১৩ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অ্যাপ্লাইড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প (জানু ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২)	১০১২.০০	● ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতির একটি প্যাকেজ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন; ● তিনটি আলাদা ল্যাবরেটরির কন্সিউমেবলস ও কেমিক্যাল ক্রয় সম্পন্ন; ● কন্সালট্যান্ট এর সেবা মূল্য পরিশোধ;

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৫ পর্যন্ত)	৪১৩৭৫.০০	বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে ২২/০৬/২০২২ তারিখে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৩)	৮৯৬৫২.০০	১৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম প্রশাসনিক (এফবিএস) ভবনের ১ম পর্যায়ে ৬য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানু ১১-ডিসে ২১)	১০৭০৫.০০	● একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন ● ছাত্রী হল নির্মাণ সম্পন্ন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প অক্টো ১৮-জুন ২৩	১৯২০৪০.০০	ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। সেপ্টেম্বর ২০১৬-জুন ২০২৩		● ৪ তলা ভিতসহ ৪ তলা গ্যারেজ নির্মাণ ● আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ ● আরসিসি সিস্টার্ণ নির্মাণ (৪০টি)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-১ম সংশোধিত (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২)	৫৩৭০৭.০০	● ০৫-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের ২য় ডরমেটরি ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৪র্থ ও ৫ম তলা)। ● ০৫-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলা)। ● ০৬-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)। ● ০২-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তন (টিএসসিসি)-এর এনেক্স ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (২য় তলা)।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (নভে ২০১৬-ডিসে ২০২৪)	৫৯৯৩০.০০	● তিন তলা বিশিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টার নির্মাণ। ● ভিসির বাংলো ভবন নির্মাণ।

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিণ সাইন্সেস ও ফিশারিজ গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জানু ২০১৭-জুন ২০২৩)	৭২১০.০০	● চট্টগ্রাম গেষ্ট হাউজের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ● আইএমএসএফ একাডেমিক ভবনের সামনে ব্রীজ নির্মাণ
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী) (জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০২৩)	৩৫২৩৬.০০	১০০০ কেভিএ সাবস্টেশন স্থাপন
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প মডেল টেষ্টিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৩)	৪৮৮৪.০০	● যন্ত্রপাতি ক্রয় ● এক্সিস সিএনজি গ্যান্ট্রি মেশিন এর চুক্তি সম্পাদন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতায় চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP) (জানু ২০১৪-ডিসে ২০২২)	৩৮২৬৯২.৪৭	**অবকাঠামো:** ● Renovation of EMIS Data Center-১টি ● ভোকেশনাল-প্রি ভোকেশনাল ভবন/ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ-১৫১ টি ● জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ-১টি ● থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ-১টি **মালামাল সরবরাহ:** সাধারণ ধারার ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুর নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের আওতায় ১০টি ট্রেডের ল্যাবের জন্য (মোট ট্রেডল্যাব ১২৮০টি) ১০টি লটের মধ্যে ৯টি লটের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন। **প্রশিক্ষণ:** মোট ৭১৪৮৩ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (অক্টো ২০১৮-জুন ২০২৩)	৪৬৪০০.০০	অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তকৃত রাজশাহী জেলার বড় বনগ্রাম, চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা ও পূর্ব পতেঙ্গাসহ মোট ৩টি প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন।
ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২)	৬৭৩৪৬.৪৬	২০২১-২২ অর্থবছরে ১১২৩৯.১৭ লক্ষ টাকায় নিম্নোক্ত ০৩টি এলাকায় জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে: ● ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন লাকুরিয়াপাড়া মৌজায় ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের সর্বমোট ২৬,১২,২২,৮০০.০০ টাকা পরিশোধ; ● নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খোর্দ্দঘোষপাড়া মৌজায় ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত চূড়ান্ত প্রাক্কলন মোতাবেক সর্বমোট ৭২,১২,৭৭,৫৭৬/৫১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; ● ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিলামালিয়া মৌজায় ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের সর্বমোট ১৪,১৪,১৬,৮১৭.৩১ টাকা পরিশোধ।
সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ফোসেপ) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)	২৫১১৫১.৩৪	● নতুন ৬তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ-১৫ (পনেরো) টি; ● উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ-৪(চার)টি; ●শ্রেণিকক্ষ মেরামত ও সংস্কার-৬ (ছয়) টি।
শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন(২য় সংশোধিত) (আগষ্ট ২০১০- জুন ২০২৩)	১৬৯০৪৪.৬৯	● ১০১০ জন সরকারী কলেজ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদান ● আসবাবপত্র সরবরাহ ● ৬টি নতুন ভবন নির্মাণ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প-পর্যায় ২ (জুলাই ২০১৯-ডিসে ২০২২)	৯৯৯.২৪ লক্ষ টাকা	➢ ২৫০ প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সভা ➢ ২৫০ প্রতিষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতা ➢ ২৫০ প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে জেমস সেশন ➢ ২৫০ প্রতিষ্ঠানে এডোলেসেন্ট কর্নার সেশন ➢ প্রকল্পভুক্ত ৫ জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা সভা ➢ ২৫০ প্রতিষ্ঠানে স্কুল লেভেল প্ল্যানিং মিটিং
তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-ডিসেম্বর ২০২২)	৫৫৬৮৬০.৮৫	
ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২৩)	৪২২২৩.৬৭	**১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা:** ● ৬৯৯ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে ১০ দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ। ● ৫ দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ : ৫০০০ জন **২. সচেতনতা কার্যক্রম:** ● সভা/কর্মশালার মাধ্যমে ৩,০০০ জনকে (অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবক, উপজেলা চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তাগণ) অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। ● ৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালার মাধ্যমে মোট ১২০০০ জন শিক্ষার্থীকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। **৩. অস্থায়ী অটিজম একাডেমির কার্যক্রম** **৪. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একাডেমির ড্রয়িং ও ডিজাইন চূড়ান্তকরণ**

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২২)	১৩৫৩০০.০০	
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	৩২৮৪০০.০০	১৪৮টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতায় চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ২০২০-ডিসে ২০২২)	৯৪৪৮০.১৫	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রাঙ্গনে মাল্টিপারপাস ভবন, ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাস, সীমানা প্রাচীরসহ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সার্ভে ও মাটি পরীক্ষা সম্পাদন পূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত ও দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ২০২০-ডিসে ২০২২)	৪৬৬৮.৪৮	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সার্ভে ও মাটি পরীক্ষা সম্পাদন পূর্বক প্রাক্কলণ প্রস্তুত ও দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৮- ডিসে ২০২৪)	৫০০৪.৭৯	সোমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এর ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫-তলা একাডেমিক কাম মাল্টিপারপাস ভবন ও বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের আনুভূমিক ও উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত করা হয়। এছাড়া ফেনী ও কুমিল্লা জেলার ২টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন এর জন্য দরপত্র আহবান করা হয়, যা মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি' ২০২০ হতে ডিসেম্বর' ২০২২)	৩৯৩৪১.০৫	প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিপারপাস ভবন, ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণের জন্য নির্বাচিত ৩৭টি অঙ্গের মধ্যে ২৭ টি অঙ্গের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২২টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যার ১৮টির কাজ চলমান।
মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-এর উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই' ২০১৫ হতে ডিসেম্বর' ২০২২ পর্যন্ত)	১৭১৮.৫০	একাডেমিক ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে ও আসবাবপত্রের প্রাক্কলন প্রণয়ন চলছে।
ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর' ২০২৪ পর্যন্ত)	৮৮৫৭.৭২	প্রকল্পের আওতায় ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৮টি অঙ্গের নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ জুন, ২০২৩)	১০৬৪৯০৫.২৮	প্রকল্পভুক্ত ২৯৯১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬২১টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৮-জুন ২০২৩)	৫২৩৭৩৭.৯০	● ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭৮৬টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ● ৮৬৪ প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
এস্টাব্লিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) ফেজ-২ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩)	মোট: ৮৪৫৪২.৫৬ জিওবি: ২৫২৪৫.৪০ প্রকল্প সাহায্য: EDCF ঋণ: ৫৯২৯৭.১৬	➢ কোরিয়ান মেইন প্রকিউরমেন্ট কোম্পানী তাইহান কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তি সম্পাদিত। ➢ জুন-২০২২ মাস পর্যন্ত ৯৬টি উপজেলায় UITRCE ভবন নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ➢ ৫২টি উপজেলায় স্থান পরিবর্তন করে নতুন স্থান নির্বাচন করায় ৩২টি উপজেলায় নতুন করে মাটি পরীক্ষা ও টপোগ্রাফিক সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
এস্টাব্লিশমেন্ট অব ইনটিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)		➢ শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ প্রণয়ন ও UID প্রদানের নিমিত্ত Software Development এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ➢ UID প্রদানের লক্ষ্যে Software এ Data Entry ও Upload এর বিষয়ে ৬০০ জনকে Master Trainer প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ➢ শিক্ষার্থীদের UID প্রদানের লক্ষ্যে Software এ Data Entry ও Upload বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৮০,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ➢ UID প্রদানের লক্ষ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭২,০০,০০০ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল Data সফটওয়্যারে এন্ট্রি ও Upload সম্পন্ন করা হয়েছে। ➢ শিক্ষা বোর্ড সংশিষ্ট ১৯টি Software Module Development কাজের মধ্যে ১০টি Module Development সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থাসমূহের জন্য ১৩টি Software Module Development কাজের মধ্যে ৪টি Module Development সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২৩)	১৪০১৮.৭৭	● বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলার ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ● বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ● আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষণাবন্দ, সিলেট এর ৩টি প্যাকেজের ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ● অ্যানিমেশন স্টুডিও এর ৬ তলা ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ● অ্যানিমেশন স্টুডিও এর অফিসার্স কোয়ার্টার এর ৬ তলা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ● অ্যানিমেশন স্টুডিও এর প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং মডিউল চুড়ান্তকরণ। কো-অর্ডিনেটর, ট্রেনার নিয়োগ সম্পন্ন। ● স্কাউট শতাব্দি ভবনের ২টি বেজমেন্ট +১৬ তলা ভবনের সকল ফ্লোরের ঢালাই, ব্রিক ওয়াল, গ্রিল, সিড়ির রেলিং, পাম্বিং, মেশিন মেড ইটের গাথুনি, দরজাসহ ভবনের প্রায় ৮৯% কাজ সম্পন্ন।

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
সিলেট অঞ্চল ও মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩)	৪৮২৩.৫১	● মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু। ● আঞ্চলিক স্কাউট ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু। ● ১২৫টি তাবু ক্রয় এবং আইসিটি উপকরণ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই, কুমিল্লা এর উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২৩)	৪৮৮০.৫৭	● আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই, কুমিল্লা নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান। ● ১২৫টি তাবু ক্রয় এবং আইসিটি উপকরণ ক্রয় সম্পন্ন।

তৃতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ও উদ্ভাবনী গবেষণায় উৎকর্ষতা অর্জন, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের সাথে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করায় বর্তমানে ইউজিসির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান, উচ্চ স্তরের শিখন-শেখানো পদ্ধতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুশাসনের উন্নয়ন ঘটানো- ইউজিসির মূল দায়িত্ব ।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণে ২ দিনব্যাপি International Conference on 4th Industrial Revolution and Beyond (IC4IR 2021) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়;

চিত্র: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ও সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন (ভার্চুয়ালি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

চিত্র: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনীপর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে (ভার্চুয়ালি) উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন করা হয়েছে;
- এ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- ৩০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি গুচ্ছে (কৃষি, প্রকৌশল, সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) স্নাতক (সম্মান) স্তরে ১ম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- BdREN কার্যক্রম ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৬০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৯টি মেডিকেল কলেজ, ১০টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ৪টি ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য ৬১টি (সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য) প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- ১১৪টি (৪১টি পাবলিক ও ৭৩টি বেসরকারি) বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং বাকি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে IQAC প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টিচিং-লার্নিং সেন্টারের (ETL) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৮টি ব্যাচে ২৩টি পাবলিক ও ৭৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ৪৭৭ জন শিক্ষক এবং ১৮ জন ইউজিসি-কর্মকর্তাকে OBE Curriculum শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 শীর্ষক ১৩বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্লেজিয়ারিজম চেকার সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে;
- ৬টি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলো হলো: (১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (পুনর্মুদ্রণ) (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজি রচনা, (৩) Deep Learning Fundamentals- Approach to Understanding Deep Learning Methods, (৪) Haji Shariatullah's Faraizi Movement, History-Da'wah and Political Ideology, (৫) Introduction to Open Channel Hydraulics এবং (৬) মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে সেকালের সমাজ;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপখাতে মোট ৪৬টি বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৫৭৪৬৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা ছিল। মোট বরাদ্দ থেকে এ অর্থবছরে ২৪১৮১৭.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত ও ব্যয় হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, আবসিক হল, পুস্তক ক্রয়, ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইন, গবেষণাগার নির্মাণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়;
- ১৮টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর অধীনে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ অ্যাক্রেডিট করতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স নেটওয়ার্কের সাথে সহযোগিতা (Collaborations) ও সংগতি রেখে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রমের মানদন্ড নির্ধারণ করে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualifications Framework: BNQF) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে;

- বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে Asia Pacific Quality Network (APQN)-এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ লাভ করেছে।
- যুক্তরাজ্যের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি ফর হায়ার এডুকেশন (QAA)-এর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- Guidelines for Academic Audit of Academic Program অনুমোদন করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক' (Bangladesh National Qualifications Framework: BNQF)-এর স্তর ৭-১০ বাস্তবায়নে অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৫টি প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং ২১৬৪ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই অধিদপ্তরের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ২২৫৬৯টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪,১২,৫২৬ জন শিক্ষক এবং ১,৩৮,৪০,১৬৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বাংলাদেশের সব জেলায় এবং উপজেলায় এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

সাধারণ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতাদি অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১,৪৭৫,৪২৬,৮৫৪.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর আওতায় নির্ধারিত ৬৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১২৮০টি ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর পদের মধ্যে এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে ৮০৭ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১২৮০টি ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট পদের মধ্যে এসএমসি ও এমএমসি এর মাধ্যমে ৪৬১ জন ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ঘোষিত বৃত্তিসহ সকল ধরণের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ১১ জনকে (যাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরসহ চাহিত সকল তথ্য সঠিক ছিল) ৮০ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৪৫ টাকা অনলাইনে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিদিন নূন্যতম ২টি ক্লাস গ্রহণ পূর্বক ড্যাশ বোর্ডে (মাল্টিমিডিয়া সংক্রান্ত সফটওয়্যার)

এন্ট্রি করেছেন। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৮১৬টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে।

- সরকারি কলেজে ৬০৯ জন সহযোগী অধ্যাপক-কে অধ্যাপক পদে পদান্নতি প্রদান এবং শূন্যপদে সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ সমপদের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে ১০৯৪ জন বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি নির্ধারণের লক্ষ্যে Institutional Self-Assessment Summary (ISAS)- 2021 প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক ১৯,২৩০টি বিদ্যালয়ের ডাটা এন্ট্রির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতাধীন জেলাসমূহে (জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, পটুয়াখালী, মৌলভীবাজার জেলার) নির্বাচিত ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ১০-১৯ বছরের কিশোর কিশোরী জেন্ডার সাম্য আচরণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ও কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক চাপ ও তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, সরকারি কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জেলা শিক্ষা অফিস, সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহে আয়-ব্যায়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অর্থ ও ক্রয় শাখার উদ্যোগে মনিটরিং এবং ফলো-আপ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে ।

মাউশি অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ:

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম;
- শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ সরকারী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমুহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প;
- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প;
- সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প;
- ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প;
- ঢাকা শহরের সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন;
- জেনারেশন ব্রেকথ্রো প্রকল্প, পর্যায়-২;
- ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসএবিলিটি (এনএএএনডি);

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প;
- আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' কার্যক্রম:

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানার্জন ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে গৃহীত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি কার্যক্রমের সমাপনী শেষে ডিজিটাল আর্কাইভের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারা বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির প্রায় ২৫ লক্ষ শিক্ষার্থী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রায় লক্ষাদিক ভিডিও চিত্র তৈরি করে। ভিডিওচিত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকটজন/মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রণাঙ্গন, বধ্যভূমি কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী বিভিন্ন মূল্যবান চিত্র স্থান পায়। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরি জাতির গৌরবের ইতিহাস সমৃদ্ধ ডকুমেন্টারিসমূহ ভবিষ্যতে জাতির ইতিহাসে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে থাকবে।

চিত্র: 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' কার্যক্রমের সমাপনী এবং ডিজিটাল আর্কাইভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

অনলাইন লটারি:

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয়ভাবে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইন লটারির আয়োজন করে। উল্লেখ্য, জনকল্যাণে এবারই প্রথম বারের মতো জেলা পর্যায় পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকেও বেসরকারি (মহানগর ও জেলা পর্যায়ের জেলার সদর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ডিজিটাল লটারির আওতায় আনা হয়েছে।

চিত্র: অনলাইন লটারির-২০২২ শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং অপেক্ষামান শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার্থীকে করোনাভাইরাসের টিকা প্রদান:

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের তথ্যাদি অনলাইনে এন্ট্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৫১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৯০ জন শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম ডোজ ১ কোটি ১৫ লাখ ৮৭ হাজার ৯৫২ জন (অর্জন: ৯৮%) এবং ২য় ডোজ ১ কোটি ১৫ লাখ ৫০ হাজার ৫৩৮ জন (অর্জন: ৮৩%) শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে টিকা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. মহোদয়

আমার ঘরে আমার স্কুল:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর করোনাকালীন সংসদ টিভির মাধ্যমে "আমার ঘরে আমার স্কুল" প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

মুজিববর্ষে গাছ রোপণ:

মুজিববর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রায় ২৫ লক্ষ গাছ রোপণ করেছে।

চিত্র: মুজিববর্ষে গাছ রোপণ-পরিবেশের সংরক্ষণ প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের ব্যবস্থা:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত '৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পূনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে মূল্যায়ন নির্দেশনায়' ২০২১ সালের এসএসসি ও ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি:

করোনাভাইরাস অতিমারির প্রেক্ষাপটে শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, গণিত, বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ের জন্য মোট ২৫০০ ক্লাস টেলিভিশন, অনলাইন প্লাটফর্ম ও রেডিও মাধ্যমে প্রচারের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ কোটি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রতি সপ্তাহে ১টি করে ট্যাবলেট ছাত্রীদেরকে খাওয়ানো কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি:

শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাউশি অধিদপ্তর Learning Assessment of Secondary Institutions (LASI)-2017 এবং National Assessment of Secondary Students (NASS)- 2019 কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ সেমিনার:

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক (৬দিনব্যাপী) ৪৪৬১৬ জন, সৃজনশীল বিষয়ক (৬দিনব্যাপী) ১৬৮৯১ জন, মাস্টার ট্রেইনার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক (৫+৩দিনব্যাপী) ২৩৩ জন এবং পারফরম্যান্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ৯৪১৩ জন শিক্ষক অর্থাৎ সর্বমোট ৭১ হাজার ১৫৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ শাখার আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩৩০৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক ৯২৫ জন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭৬২ জন, ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১২০ জন, সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক ১২০ জন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণকে বি.এড/এম.এড প্রশিক্ষণ ২২৬ জন শিক্ষক, ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ২৪০ জন (৮০ জন কর্মকর্তা + ১৬০ জন কর্মচারী) এবং ১০০ জন কর্মচারীকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১দিনব্যাপী ২১০ জন শিক্ষককে আইসিটি নির্ভর কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০১০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND আওতায় ১০ দিনব্যাপী ১৪ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬৯৯ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছবি: অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান

- ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND প্রকল্পের আওতায় ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ৪টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ মোট ১৭টি ভেন্যুতে ১২৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৫০০০ জনকে (অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) ৫ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০টি উপজেলায় দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওর্য়াকশপের মাধ্যমে মোট ৩,০০০ জনকে (অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবক, উপজেলা চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তাগণ) অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়াও ৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালার মাধ্যমে মোট ১২০০০ জন শিক্ষার্থীকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

ছবি: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালা

অটিজম একাডেমির কার্যক্রম:

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND প্রকল্পের আওতায় এর সেগুনবাগিচাস্থ অস্থায়ী ক্যাম্পাসে বর্তমানে ২২ জন অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্টসম্পন্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে।

ছবি: অস্থায়ী ক্যাম্পাসের কার্যক্রমসমূহ

চিত্র: বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০২২ মেধা অন্বেষণের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিজয়ী প্রতিযোগী এবং আমন্ত্রিত অতিথি

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৫০তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা/থানা, জেলা, উপঅঞ্চল, অঞ্চল হতে জাতীয় পর্যায়ে সর্বমোট প্রতিযোগী ছিল ৮২৪ জন (ছাত্র ৪৪০, ছাত্রী-৩৮৪ জন)।

চিত্র: জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কিছু খন্ড চিত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এনসিটিবি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল ও ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণের কাজ করে থাকে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সংখ্যা অনুসারে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরে ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণে ১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে পূর্ণসেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

চিত্র: ২০২২ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ২০২৩ (২০২২ উৎপাদন বর্ষ) শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল, কারিগরি ট্রেড বই এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ এবং ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (TAP) অনুমোদন করা হয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৫টি মাতৃভাষায় (চাকমা, মারমা, সাদরি, ত্রিপুরা ও গারো) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- কারিগরি স্তরের ১৩টি বিষয়ের মোট ২৬টি পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- কারিগরি স্তরের ৩০টি বিষয়ের মোট ৩৫টি পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৪ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষাক্রম প্রণয়নসহ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের ৬৫টি বিদ্যালয়ে পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ/ টুলস উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় এবং মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কোভিড ১৯ এর কারণে শিখন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক অ্যাসাইমেন্ট প্রণয়নসহ ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ এর এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার সিলেবাস পূণর্বিন্যাস।

জাতীয় শিক্ষক্রম রূপরেখা ২০২১ এর আলোকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির নতুন শিক্ষাক্রম পাইলটিং করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫১টি এবং কারিগরি ও দাখিল পর্যায়ে ১১টিসহ মোট ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। এ পাইলটিং কার্যক্রমের ফলাবর্তন অনুযায়ী আগামী ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে তা অনুসরণ করা হবে। পাইলটিংভুক্ত ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৮৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ (ব্র্যান্ডিং) এর অন্যতম হচ্ছে– শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম। এ সহায়তা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ নির্দেশনায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ পাস হয়। উক্ত আইনের আওতায় গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে স্থানান্তর:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র (HSP) কার্যক্রম ০১ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। মেধাবী ও অসচ্ছল ৫৮,৬০,৭৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১৯৬৬,২০,০৭,৭০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ভার্চুয়াল সভা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮,৪৭,৪১১ জনকে ১৩২১,৭৭,১৪,৩৫০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,৭৩,৭৭৪ জনকে ৫৬৯,৬০,৬২,৫৬০ টাকা মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১,৩৯,৫৫৩ জনকে ৭৪,৮২,৩১,৭০০/- টাকা মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ৬৯৬ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা হিসেবে ৪৩,৭৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন (সর্বনিম্ন ১০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা) চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ৮ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান

২০২১-২২ অর্থবছরে এম.ফিল. কোর্সে ৫ জন গবেষককে ৩,০০,০০০ টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৬ জন গবেষককে ৫,৪০,০০০ টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান:

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২০ এর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৭ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে সর্বমোট মোট ৩,০৫,০০০/- টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে ২০২১-২২ অর্থবছরে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক জেলা পর্যায়ে ২০টি (ভার্চুয়ালী), উপজেলা পর্যায়ে ১৪৩টি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের ফলে প্রকৃত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন ও তাদের মাঝে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রমসমূহ স্বল্পতম সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ এর আলোকে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে নির্বাচিত সেরা ১৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকা, সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

ছবি: বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তর যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠন করেন। পরবর্তীতে এ ইউনিট রুপান্তরিত হয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নামে নামকরণ করা হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনগুলোর সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট সংযোগ, আইসিটি সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য খুব সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলাভিত্তিক সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য, প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও আসবাবপত্রের তথ্য সম্বলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে ৬-দফার অনুলিপি ও ৬-দফা সংশিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ এবং মাঠের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে।
- বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ৭৮ হাজার ৩ শত ৬১ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রকল্প ১৮টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ১টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৮টি প্রকল্প রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় প্রায় ২০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ এবং ৩০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নতুন ভবন নিমাণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল ও ৭টি সরকারি কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে ৭টি নতুন সরকারি স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে;
- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, মৌলভীবাজার ও জয়পুরহাট জেলায় ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

গোলাম রহমান শাহ্ ফাজিল মাদ্রাসা, খানপুর, দিনাজপুর। আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, মেহেরপুর

"বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

দিগরাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

চালনা বন্দর মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মংলা, বাগেরহাট।

জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC) প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ রূপান্তর করা হয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুনগত মানসম্পন্ন কেন্দ্র এবং এটি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। নায়েমের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নায়েম প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

৫৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫১১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বুনিয়াদিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপেক্ষমান প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দ্রুত সময়ে সম্পন্নের লক্ষ্যে নায়েম এর পাশাপাশি আরও সাতটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিল ১৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ইনোভেশন ইন এডুকেশন শীর্ষক ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং নায়েম-এ অনুষ্ঠিত হয়।
- শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৫টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে; উল্লেখযোগ্য গবেষণা নিম্নরুপ:

  01. A Study on Online Teaching for the Higher Secondary Level Students in Bangladesh: Prospects and Challenges
  02. Assignment as a tool for assessment at secondary level: Challenges and prospects
  03. Performance Analysis of Institutional Quality Assurance Cell (IQAC): Ensuring Quality Higher Education in Bangladesh
  04. The efficacy of Religious and Moral Education Textbooks to Promote Morality and ethics among students An Evidence from the Secondary level of Education in Bangladesh
  05. A Study on blended teaching-learning approach at Secondary level during Pandemic Situation
  06. Identifying barriers young people with disabilities face access educational institutions in Bangladesh (Domain-ii: Inclusive Education)

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বিষয়ক বাধ্যতামূলক সরকারি নিয়ম নীতি অনুসরণ পূর্বক সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১লা অক্টোবর ১৯৮০ সালে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন
  - ক) সরকারি/বেসরকারি স্কুল ও লক্ষ্যমাত্রাঃ ১১৮০ এবং অর্জনঃ ১১৮০।
  - খ) সরকারি/বেসরকারি কলেজ - লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩০০ এবং অর্জনঃ ৩০০।
  - গ) সরকারি/বেসরকারি মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - লক্ষ্যমাত্রাঃ ৬২০ এবং অর্জনঃ ৬২৩।
- অধিদপ্তরের শূন্য পদে নিয়োগসহ নতুন অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়েছে।
- অটোমেশনের ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা/টেকনিক্যাল) পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: অটোমেশন সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- দেশের সকল জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত ৩৬০০০টি পোষ্টার তৈরী ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী শপথ অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নির্দেশনায় গঠিত ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালে প্রণীত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে পৃথক একটি শিক্ষাতথ্য সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যানবেইস দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও প্রচারের জন্য একমাত্র সরকারি সংস্থা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষা সেক্টরে আই.সি.টি. প্রশিক্ষণ ও আই.সি.টি. শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখছে।

- **প্রশিক্ষণ:**

  মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৫৬ জন শিক্ষককে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১২৫ টি উপজেলায় স্থাপিত উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) এ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৭,৬৯৯ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- **গবেষণা:**

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৯৮টি ও মুজিববর্ষে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কিত ৮টিসহ মোট ১০৬টি নতুন গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব বাজেটের আওতায় ব্যানবেইস হতে নিম্নোক্ত ৭টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

1.	Integration of ICT in secondary level education in Bangladesh.
2.	Achievements, challenges and way forward for quality secondary education in Bangladesh
3.	Use of ICT devices and its impact on Teaching-Learning at secondary education
4.	Study on Criteria of establishing secondary education institution- A critical review
5.	Study of higher secondary teacher's capacity on using ICT for learning
6.	A need assessment of modernizing Dakhil Madrasah Education introducing Technical and Vocational Education and Training (TVET)
7.	Study on diploma graduates of government polytechnic institutes at selected areas of Bangladesh

চিত্র: শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির চেক প্রদান বিষয়ক কর্মশালায় গবেষকগণকে চেক প্রদান।

প্রকাশনা:

Bangladesh Education Statistics-2021, বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০২১, Pocket Book on Bangladesh Education Statistics 2021, Secondary Education: A Statistical Analytics, Educational Information of Dhaka Metropolitan 2021 (School, Madrasah & College), Bangladesh Education Statistics District Repor: 2021 I Women in Education প্রকাশিত হয়েছে;

উন্নয়ন প্রকল্প:

- Establishment of 160 Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE) Phase-II প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ১১৩টি স্থানে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে;
- Establishment of Integrated Educational Information Management System (IEIMS) প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭২,০০,০০০ (বাহাত্তর লক্ষ) শিক্ষার্থীর প্রোফাইল ইতোমধ্যে অনলাইনে এন্ট্রি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের ৬০০ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং উপজেলা পর্যায়ের ৪০৮২৯ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

Capacity Development for Education (CapEd):

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে সহায়তার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক উল্লিখিত প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রোগ্রামে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং ডাটা টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করছে। এর আওতায় National Indicator Framework (NIF), Data Mapping (DM) and Action Plan (AP), Data Quality Assessment framework (DQAF) এবং National Strategy for the Development of Education Statistics and Action Plan (NSDES & AP) for Bangladesh প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। SDG এর ৪.৭.১ ও ১২.৮.১ ইন্ডিকেটর নির্ধারণে খসড়া বেইজলাইন ডাটা প্রস্তুতের খসড়া করে অধিকতর মতামতের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিবিএস এ প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে ব্যানবেইস মহাপরিচালকের NIS ক্রেস্ট ও সনদ গ্রহণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর প্রদান:

১৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে Educational Institution Identification Number (EIIN) নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ:

Education Institution Annual Survey 2021 (online) এর মাধ্যমে EIIN প্রাপ্ত ৩৬২৮৪ টি প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ ও জিআইএস ম্যাপিং হালনাগাদ করা হয়েছে।

শিক্ষাতথ্য এ্যাপস:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ-২০২০ এর সংগৃহীত হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষাতথ্য এ্যাপস প্রস্তুত করা হয়েছে।

সফটওয়্যার প্রস্তুত:

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিও প্রদানের লক্ষ্যে এমপিও সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই এর লক্ষ্যে ৫টি (পাঁচ) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এনটিআরসিএ দ্বারা প্রতি বছর নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী প্রার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের পুলে প্রবেশ করতে পারে। ২০০৫ সালের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইনের দ্বারা এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় স্কুল পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক ১০টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কলেজ পর্যায়ের প্রভাষক পদের ৮টি (আট) বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে।

ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ:

ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষায় ১,৫৪,৬৬৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২২,৩৯৮ জন। মৌখিক পরীক্ষা শেষে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ:

এনটিআরসিএ'র ৩য় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় মোট ৩৪,১৮৯ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া সেসিপ প্রকল্পের আওতায় ৪৭১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা এবং ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ-সংক্রান্ত তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন ২০১০ অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এটি ইউনেস্কো-র ক্যাটেগরি ২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন:

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন: ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ২য় এবং ৩য় দিনে বিষয়ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য 'বহুভাষিক শিখনে প্রযুক্তি ব্যবহার: প্রতিকূলতা এবং সম্ভাবনাসমূহ'। মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে বিষয়সমূহ যথাক্রমে: মাতৃভাষায় জ্ঞান-অর্থনীতি (Knowledge-economy) চর্চার সমস্যা ও সম্ভাবনা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ। মাতৃভাষাভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য: Using Technology for Multilingual Learning: Challenges and Opportunities. মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে বিষয়সমূহ ছিল যথাক্রমে: Use of technology in the teaching of Mother Tongue-based Multilingual Education (MTB-MLE): Challenges and opportunities in the context of South Asia' এবং Use of Technology in the Documentation and Revitalization of Indigenous Languages in Bangladesh.

চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ', 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ', 'ভাষা আন্দোলন' ও 'তোমার চোখে বাংলাদেশ' বিষয়ে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করছেন ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

প্রশিক্ষণ:

ক. বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ: 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুনগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১টি (এক) ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন সহকারী শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল: বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ধারাবাহিকতা: প্রায়োগিক বিবেচনা; প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার ব্যবহার এবং লিখনবিধির সাহায্য বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ; প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; দাপ্তরিক কাজে পরিভাষার ব্যবহার; সরকারি বিভিন্ন যোগাযোগ প্রক্রিয়া; সরকারি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার ব্যবহার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ; উপযুক্ত বিরামচিহ্নের ব্যবহার; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার; বাংলাভাষায় নোট উপস্থাপন ও সারসংক্ষেপ লিখন; লিখন নৈপুন্য: বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ (তাত্ত্বিক); বাংলাভাষায় গবেষণাপত্র প্রণয়ন: কৌশল ও পদ্ধতি ইত্যাদি।

খ. ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল', 'তথ্য অধিকার আইন', 'সিটিজেন চার্টার', 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা', 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' ও 'নথি ব্যবস্থানা' বিষয়ক ১১টি (এগারো)- ব্যাচে মোট ৩৩৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন- হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকাশনা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, Annual Report ২০২০-২০২১, মাতৃভাষা-বার্তা (৮ম বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা) জানুয়ারি-মার্চ; এপ্রিল-জুন ২০২১, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২, IMLI Newsletter (Vol. 9: Issue-1) January-March 2022, Mother Language : Bangabandhu Issue (Vol 4, No. 1) December 2020, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ স্মরণিকা, Mother Language Journal (Vol III,

No. 1) January-December 2019, এবং নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন, ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে;

গ. নিয়োগ: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৯ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির মধ্যে লিয়াঁজো স্থাপন এবং সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ইউনেস্কো, আইসেস্কো ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, বিএনসিইউ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- এপিএ, সিটিজেন চার্টার, শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, জিআরএস, উদ্ভাবন ও ই-গভর্নেন্স, ই-ফাইলিং ও আর্কাইভ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে ৫২২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর অধীনে ০৫ টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- Transforming Education Pre-Summit সংক্রান্ত ন্যাশনাল কনসালটেশন আয়োজন করা হয়।
- আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়।
- মিশরের কায়রোতে ৬-৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত আইসেস্কো'র ৪২তম নির্বাহী বোর্ড সভা ও ১৪তম সাধারণ সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ।
- ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে এএসপিনেট প্যারিস থেকে সদস্য রাষ্ট্রের ন্যশনাল কো-অর্ডিনেটরদের সাথে "Future of Education 2050" শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে বিএনসিইউ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
- ২৩ জুলাই ২০২১ তারিখে "Evidence, Knowledge and Research in the Context of COVID-19: Fostering Equitable Partnerships for Mutual Learning" শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বিএনসিইউ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
- ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে "Aligning national, regional and global education targets: benchmarks for SDG 4" শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বিএনসিইউ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিগত ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলীঃ

১. বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে "Bangabandhu Bangladesh and UNESCO" শীর্ষক একটি প্রকাশনা প্রকাশিত করা হয়। এই প্রকাশনায় আন্তর্জাতিক অংগনে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভূমিকা, ইউনেস্কোর সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘ সম্পর্ক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ইউনেস্কোর সাথে যৌথভাবে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত "The UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy" সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. "The UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy" মনোনয়ন প্রত্যাশী বাংলাদেশ থেকে মোট প্রাপ্ত ১৮ টি প্রস্তাবনার মধ্য থেকে ৭টি প্রস্তাবনা ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড গঠন করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর অধীন এমপিওভূক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদান কার্যক্রম এই বোর্ডের আওতাভূক্ত। এমপিওভূক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিও থেকে ৬% টাকা সঞ্চয় করে অবসর সুবিধাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

- অবসরপ্রাপ্ত এমপিওভূক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতার আবেদন জমা দেওয়ার জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার (apps.terbb.gov.bd) চালু করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে প্রায় ৫০ হাজার (শিক্ষক-কর্মচারীগণ) আবেদন অনলাইনে জমা হয়।
- অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদনসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য "অবসর" নামে একটি মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করা হয়েছে।
- অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদন থেকে ৮,২১৯টি আবেদনের বিপরীতে ৮৭৯,৪৩,৩০,৫০২/- টাকা প্রদান করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বেসরকারী খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি কল্যাণ ট্রাস্ট। এটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ১৯৯০ অনুযায়ী গঠিত হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত ১২,৪০৪ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ৫৭১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৭৪ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে।
- 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে "মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি-কল্যাণ সুবিধা দ্রুত নিষ্পত্তি" স্লোগানকে সামনে রেখে ১৭ মার্চ, ২০২০খ্রি. হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীকে ৮০০ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিববর্ষের নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই ১৮,২৩৭ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৮১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ইএফটি এর মাধ্যমে স্ব স্ব ব্যাংক হিসেবে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ঢাকা বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমুহ পরিচালনার লক্ষ্যে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, ১৯৬১ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

(ক) ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৭২০২৯, উত্তীর্ণের সংখ্যা ৪৩৯৭১৬, পাশের হার ৯৩.১৫%, ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১০১৫২, উত্তীর্ণের সংখ্যা ২৯৮৩৭৯, পাশের হার ৯৬.২%।

(খ) ২০২১ সালের এইচএসসি তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ৩,৯১,৮০৩ জন

(গ) ২০২১ সালে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিংবডি অনুমোদনের সংখ্যা ২৩০১টি, শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা (ফ্রেশ কপি ১,০০,০৩২+দ্বিনকল ১৪,২৬৮) মোট ১,১৪,৩০০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সংখ্যা ১৫১টি, নাম সংশোধনের সংখ্যা ৪০,৭১৮টি, আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ৬৪টি।

(ঘ) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর মোট ৪৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কার্যক্রমের বিভিন্ন চিত্রসমূহ:

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

রাজশাহী বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, ১৯৬১ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে এই বোর্ড-এর অন্তর্গত রয়েছে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর ও নওগাঁ জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২১ সালে জে.এস.সি তে ২৫৬৩৬০টি, এস.এস.সি তে ২১৭১৫৫টি, এইচ.এস.সি তে ১৫২৭৩৫টি রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এস.এস.সি ১৯৫৫০৯টি, এইচ.এস.সি ১৪৩৪৫৫টি নম্বরপত্র বিতরণ করা হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জে.এস.সিতে ২৫৭১৪৬টি, এস.এস.সি তে ১৯৫৫০৯টি, এইচ.এস.সি তে ১৪৯৯৭৬টি মূল সনদ বিতরণ করা হয়েছে;
- ই-নথি, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), অভিযোগ প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন, সেবা সহজীকরণ ও ইনোভেশন, এ.পি.এ বিষয়ে ৩৪১ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ১৯৬৪টি কমিটি অনুমোদন, মঞ্জুরী নবায়ন ৮৪২টি ও ১৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার এ ৫টি জেলা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডে ১৩৩০টি বিদ্যালয় ও ২৭৭টি কলেজ আছে। ১৯৯৬ সাল হতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড এসএসসি ও এইচএসসি এবং ২০১০ সাল হতে জেএসসিসহ ৩টি পরীক্ষা গ্রহণের কাজ করছে। দুর্গম পার্বত্য এলাকা এ বোর্ডের আওতাধীন হলেও সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে শিক্ষার প্রসারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বোর্ডের নিচতলায় হেল্প ডেক্স স্থাপনের মাধ্যমে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে একাউন্টিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১৬১০৭৮ জন, পাসের হার ছিল ৯১.১২%। এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১০১২৫১ জন, পাসের হার ৮৯.৩৯% ।
- ২০২১ সালে জেএসসি ২২০৩০২টি এসএসসি, ১২১৮৮৮টি এইচএসসি ৯৭৯৬৭টি সনদ বিতরণ করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

মানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলাসমূহের স্থানীয় অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালের ২২ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর স্থাপিত হয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বোর্ডের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়-৬৩২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২৭৬৫টি, স্কুল এন্ড কলেজ-২২৭টি ও কলেজ-৪৫৬টি সহ মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০৮০ টি।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ

- ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১৯৬২২৩ জন, পাসের হার ছিল ৯৪.৮০%। এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১১৫৯৮৬ জন, পাসের হার ৯২.৪৩%।
- ২০২১ সালে ২৮৭৮৪৬টি সনদ বিতরণ করা হয়।
- ২৭টি ব্যাচে ৪৮০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারের শিক্ষা বান্ধব উন্নয়নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা হিসেবে ছিটমহল এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুরের প্রশাসনিক ভবন

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, ১৯৬১ অনুযায়ী কুমিল্লা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা সমন্বয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ১,৫৯,৫৫৩ জন শিক্ষার্থীর অনলাইনে নিবন্ধন, অনলাইনে ৩৭৩টি টিসি আবেদন নিষ্পত্তি, ৬১টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ৫৩টি স্বীকৃতি নবায়ন, ১১৪টি গভর্নিং বডির অনুমোদন, ১০০টি ডকুমেন্টের ফ্রেশকপি প্রদান, ৩৯৬টি ভর্তি বাতিল এবং ২৫০টি আক্ষরিক সংশোধন করা হয়েছে;
- ৫,৬৬,১৯০টি সনদ বিতরণ, ১০,৫১৫টি নাম সংশোধন, ৫,৪৩৯টি দ্বিনকল সরবরাহ এবং আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ১৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- বোর্ডের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ৪৪,৪২,৭১,২৪৯.৫৬ টাকা অনলাইনে পরিশোধ এবং ইজিপির মাধ্যমে টেন্ডারকার্য সম্পাদন করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে

The Intermediate and Secondary Education Ordinance, ১৯৬১ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২১ সালে ২,২০,৮০৬ জন জেএসসি, ১,৬৬,৮৫৩ জন এসএসসি ও ১,২৫,৮০৯ জন এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ৩১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শাখা এবং প্রায় ৪০০ টি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫,১৩,৪৬৮টি সনদ বিতরণ, ২,৯২,৬৬২টি মার্কশীট বিতরণ এবং আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ৬৪২৩টি নাম ও বয়স সংশোধন, ৬৪৬টি দ্বি-নকল সনদ প্রদান, ৫৭৭৭টি ডকুমেন্ট ফ্রেশ কপি প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের অর্ডিন্যান্স অনুসারে, দক্ষিণাঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এস. এস. সি এবং এইচ. এস. সি পরীক্ষা পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৯৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অনুদানের পরিমান মুজিব বর্ষে ৩,০০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- ২০২১ সালে এস. এস. সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১,১৩,০০৬ জন, পাশের হার ৯০.১৯% । এইচ. এস. সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৬,৭৯৬ জন, পাশের হার ৯৫.৭৬%;
- শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা ১,৬৫,৮৮১টি;
- NIS, GRS, RTI, Citizen Charter, Innovation and e-Governance এর উপর ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

সিলেট বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে The Intermediate and Secondary

Education Ordinance, ১৯৬১ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩২৫,৩০২ জন (জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি) শিক্ষার্থীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন এবং ৯৭,২৬৪ জন শিক্ষার্থী অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে।
- ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১,১৫,৭১৩ জন (পাশের হার ৯৬.৭৯%) এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ৬৩,২০৬ (পাশের হার ৯৪.৮১%) জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।
- ২০২১ সালে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ৬৬,৬৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৬৩,২০৩ জন উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার শতকরা ৯৪.৮১%।
- ৭৪৯৭৯ জন শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক অনলাইনে নিবন্ধন; কলেজ শাখা কর্তৃক অনলাইনে ৭০৭টি ছাড়পত্রের আবেদন নিষ্পত্তি, ২৪টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ৮০২০টি দ্বি-নকল সনদ প্রদান, বিভিন্ন ডকুমেন্টের ১৭০০০টি ফ্রেশকপি প্রদান, ২৯৫টি ভর্তি বাতিল করা হয়েছে।
- ৩১১৫৪০টি সনদ বিতরণ, ৮৭১৮টি নাম সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি, ৮০২০টি দ্বি-নকল ডকুমেন্ট সরবরাহ এবং আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ০৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে ২৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ গঠিত হয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের চারটি জেলা নিয়ে গঠিত ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড এ অঞ্চলের শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা সেবার পরিধি বৃদ্ধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি সর্বোপরি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

- ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১,৩০,৮৬৩ জন, এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৬৯,২১৭ জন। ২০২১ সালের এইচএসসিতে শিক্ষার্থীর ভর্তির সংখ্যা ৭৬,৭৫৭ জন;
- ২০২১ সালে ৩,৩২,২২০ জন শিক্ষার্থীর অনলাইনে নিবন্ধন করা হয়েছে। ২৮১টি স্বীকৃতি নবায়ন, ১৬৭৯টি ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন, ৪৬টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং ৮৫০টি নাম ও বয়স সংশোধন করা হয়েছে;
- ২০২১ সালে কলেজ শাখা কর্তৃক অনলাইনে ১৩৫০টি টিসি আবেদন নিষ্পত্তি, ১৯টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ৮৩টি স্বীকৃতি নবায়ন, ৪৩টি গভর্নিং বডির অনুমোদন করা হয়েছে;
- ২০২১ সালের মোট ৩,৭৫,৭৫৪টি সনদ বিতরণ এবং আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে ০৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার